NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

# একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

কলকাতা ১৬ জুলাই ২০২৬ ৩১ আষাঢ় ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার বিংশ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.07.2026, Vol. 20 Issue No. 36, 8 Pages, Price 3.00

## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ১৬ই জুলাই, ৩১শে আষাঢ়। বৃহস্পতি বার। দ্বিতীয়া তিথি, জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধে র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ, দিবা ১১৪৬ এর পর দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

**বৃষ রাশি :** যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

**মিথুন রাশি :** দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

**কর্কট রাশি :** অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

**সিংহ রাশি :** মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

**কন্যা রাশি :** সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

**তুলা রাশি :** সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

**বৃশ্চিক রাশি :** ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

**ধনু রাশি :** বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

**মকর রাশি :** ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

**কুম্ভ রাশি :** প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

**মীন রাশি :** প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

**(শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা। রথদ্বিতীয়া। দক্ষিণেশ্বরের কালীনাথ আশ্রমে শ্রী শ্রী ১০৮ কালীনাথ ঠাকুরের জন্ম দিবস।)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

### নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **স্নেহা দাস (Sneha Das)** ও **শাবিনা ইয়াসমিন (Shabina Yasmin)**, ঠিকানা- আর.ই.-৪, রঘুনাথপুর, বাগুইহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০০৫৯, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, **স্নেহা দাস** এবং **শাবিনা ইয়াসমিন** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি। এই মর্মে ২৩.০৪.২০২৬ তারিখে ১ম শ্রেণির বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা-এর নিকট এফিডেভিট নং ১৪৭৭ সম্পাদিত হয়েছে। অতএব, আমার পুত্র ও কন্যার জন্ম সনদ এবং বিদ্যালয়ের সকল নথিপত্রে আমার নাম **"স্নেহা দাস"** হিসেবে লিপিবদ্ধ ও গণ্য করা হবে।

### CHANGE OF NAME

I, Ritika Nimesh Doshi, D/o Nimesh Doshi (Father) & Vaishali Doshi (Mother), residing at 26/1, Ballygunge Circular Road, 2nd Floor, Suit No. - 5, P.O. -Ballygunge, Kolkata - 700019 do hereby declare that I have changed my name Ritika Nimesh Doshi to RITIKA DOSHI and henceforth I shall be known as RITIKA DOSHI in all purpose, Vide Affidavit dtd. : 14.07.2026 sworn before the Notary Public at Alipore, South 24 Pgs., RITIKA DOSHI & Ritika Nimesh Doshi both are same and one identical person.

### CHANGE OF NAME

I, **ASOK KUMAR CHAKRABARTY,** son of Krishna Kanta Chakrabarty, a permanent resident of Ramakrishna Math, Belur, P.O. Belur Math, P.S. Bally, Dist. Howrah, West Bengal 711202, henceforth, vide an Affidavit No.15742/26 dated 20.05.2026, sworn before the Executive Magistrate I-Class, Howrah, shall be known as **SWAMI PRANAKRISHNANANDA.**

### CHANGE OF NAME

I, Ramesh Kumar Kedia, s/o Late Hari Prasad Kedia, resident of 9/2 Dover Lane, 3rd Floor, PS Gariahat Kolkata - 700029 do hereby declare that I have changed my name from Ramesh Kumar Kedia to Ramesh Kedia and henceforth I shall be known as Ramesh Kedia in all purpose, vide an Affidavit No. 20/26 before the Notary Public at Kolkata on July 13, 2026, Ramesh Kedia and Ramesh Kumar Kedia both are same and one identical person.

### আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী জ্যোৎস্না রানী চৌধুরী,** স্বামী শ্রী তাপস কুমার চৌধুরী, সাকিম পান্ডুয়া নীরদগড়, পান্ডুয়া, হুগলী, মহাশয়া বিগত ইং ০৩/০৬/১৯৮০ তারিখে পান্ডুয়া সাব রেজিস্ট্রি, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-18/1980 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী নরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ওরফে শ্রী নরেশ চন্দ্র শাস্ত্রী,** পিতা ৺নরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সাকিম পান্ডুয়া নীরদগড়, পান্ডুয়া, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী নরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ওরফে শ্রী নরেশ চন্দ্র শাস্ত্রী,** নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত ১০ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ১৫/০৪/১৯৮১ তারিখে পান্ডুয়া সাব রেজিস্ট্রি, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2029/1981 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী ননী বালা চৌধুরী,** স্বামী ৺মনীন্দ্র নাথ চৌধুরী, সাকিম পান্ডুয়া নীরদগড়, পান্ডুয়া, হুগলী মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ক্রেতা **শ্রীমতী ননী বালা চৌধুরী,** স্বামী ৺মনীন্দ্র নাথ চৌধুরী, মহাশয়া তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন করিবার পূর্বেই পরলোক গমন করেন ও তাহার উত্তরাধিকারীগণ (চার পুত্র ও তিন কন্যা) তাঁহার উক্ত সম্পত্তির মালিক হন। এবং পরবর্তীকালে **১) ক)শ্রী মানবেন্দ্র নাথ চৌধুরী ও খ) শ্রী মহীন্দ্র নাথ চৌধুরী,** উভয়ের পিতা ৺মনীন্দ্র নাথ চৌধুরী, উভয়ের সাকিম পান্ডুয়া নীরদগড়, পান্ডুয়া, হুগলী মহাশয়দ্বয় তাহাদের প্রাপ্ত সম্পত্তি বিগত ইং ১৪/০৩/২০০৭ তারিখে সম্পাদিত ও ০৬/০৩/২০১৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-0891/2014 নং শুভ দানপত্র দলিল মূলে তাহাদের ভ্রাতা **ক)শ্রী বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী ও খ)শ্রী অমিতাভ চৌধুরী,** উভয়ের পিতা ৺মনীন্দ্র নাথ চৌধুরী, উভয়ের সাকিম পান্ডুয়া নীরদগড়, পান্ডুয়া, হুগলী মহাশয়দ্বয়কে দানপত্র করিয়া দেন। আরো প্রকাশ থাকে যে, অপর উত্তরাধিকারীগণ **২) ক)শ্রীমত্যা কমলা চক্রবর্ত্তী (চৌধুরী)** স্বামী ৺বিমলেন্দু চক্রবর্ত্তী, সাকিম কামতাই, মেঘসার, পান্ডুয়া, হুগলী, **খ)শ্রীমতী নির্মলা চক্রবর্ত্তী,** স্বামী শ্রী দেবদাস চক্রবর্ত্তী, সাকিম বনগাঁ স্কুল রোড, বনগাঁ, উঃ ২৪পরগণা, হাল সাকিম সপ্ত এ্যাপার্টমেন্ট, সি/১০, কেশরপুর, বকসিবাজার, কটক-৭৫৩০০১, গ)শ্রীমতী ইলা ভট্টাচার্য্য, স্বামী শ্রী ফনিভূষন ভট্টাচার্য্য, সাকিম কাউগাছি, শ্যামনগর, উঃ ২৪পরগণা, উভয়ের পিতা ৺মনীন্দ্র নাথ চৌধুরী, মহাশয়াগণ তাহাদের প্রাপ্ত সম্পত্তি বিগত ইং ০৯/০৪/২০১৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02750/2014 নং শুভ দানপত্র দলিল মূলে **ক)শ্রীমত্যা মলয়া চৌধুরী,** স্বামী ৺বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী ও খ)শ্রী অমিতাভ চৌধুরী, উভয়ের পিতা ৺মনীন্দ্র নাথ চৌধুরী, উভয়ের সাকিম পান্ডুয়া নীরদগড়, পান্ডুয়া, হুগলী, মহাশয়/মহাশয়াকে দানপত্র করিয়া দেন। একুনে উক্ত উত্তরাধিকারীগণ তাহাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি দুইটি পৃথক পৃথক শুভ দানপত্র দলিল মূলে চিহ্নিত করিয়া নেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা পান্ডুয়া, ১০৮ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ১২১৭ তথা হাল এল.আর. ১৫২৯ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৪৫৩৫ নং তথা হাল এল.আর. ৪৫১৯ নং দাগে বাস্তু সম্পত্তি ষোল আনায় ২৪ শতকের মধ্যে ১০ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তির বর্তমান মালিকগণ শুভ দানপত্র দলিল মূলে ও ওয়ারিশান সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নামপত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সরোজ কুমার ঘোষ,উকিলবাবু,** জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

### নাম-পদবী

আমি কার্ত্তিক সাধুখাঁ পিতা- মৃত দুলাল চন্দ্র সাধুখাঁ সাং হিজুলী সাহাপাড়া গোবরাপোতা ভীমপুর নদীয়া, গত ৮/৭/২০২০ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্টক্লাস কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিট বলে আমি কার্ত্তিক সাধুখাঁ কার্ত্তিক চন্দ্র সাধুখা, কার্ত্তিক সাধুখা ও বাসুদেব সাধুখা সকলে একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

### নাম-পদবী

আমি তাপস ঘোষ পিতা- মৃত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, পিতার জমির দলিলে No. 5338 তে সত্যনারায়ণ ঘোষ আছে। ২/৭/২৬ নোটারী পাবলিক কৃষ্ণনগরের এফিডেভিটে মৃত পিতা- সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ ও সত্যনারায়ণ ঘোষ উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

### বিজ্ঞপ্তি

**শ্রী দেবাশীষ শিকদার পিতা- মৃত দুলাল চন্দ্র শিকদার, সাং-পাতুয়া, পোঃ-খামারশিমুলিয়া, থানা-তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১২১, গত ইংরাজী ৩১.১২.২০২০ তারিখে কৃষ্ণনগর ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-9723/20 নং আমমোক্তার দলিল মূলে শ্রীমতী বনশ্রী রায়, স্বামী শ্রী বিবেকানন্দ রায়, সাং- সুরভিস্থান, পোঃ- বাদকুল্লা, থানা-তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১২১ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে উক্ত বনশ্রী রায় বিক্রয় করিয়াছেন।**

**এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে B.L & L.R.O HANSKHALI অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন।**

**- তপশীল-**

**জেলা-নদীয়া, থানা-তাহেরপুর, মৌজা-পাতুয়া, জে.এল.-৪২, এল.আর. খতিয়ান-৮৯ আর.এস. ও এল.আর. ৩৩ নং দাগে আউশ জমি, মোট ০৪.৬০ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। শম্ভু অধিকারী, উকিলবাবু, রানাঘাট কোর্ট।**

### আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী হরেন্দ্র নাথ ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় নিত্যানন্দ ঘোষ, গত ইং 02 Feb 2026 তাং IV-03/26 নং আমমোক্তার দলিল বলে আমমোক্তারগন ১. শ্রী শশাঙ্ক ভট্টাচার্য, পিতা - স্বর্গীয় দিলীপ ভট্টাচার্য, ২. শ্রী সুদীপ কুমার রায়, পিতা - স্বর্গীয় প্রদীপ কুমার রায়, ৩. শ্রী সমরেশ ঘোষ, পিতা - স্বর্গীয় আনন্দ মোহন ঘোষ, উক্ত আমমোক্তার গন হইতে গত ইং 18 Jun 2026 তাং I-5643/26 নং দলিল বলে ২.৪৮ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন অহনা ভট্টাচার্য, পিতা - শ্রী বিজয় কুমার ভট্টাচার্য, এবং 18 Jun 2026 তাং I-5644/26 নং দলিল বলে ৪.৯১ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন শ্রী পরিতোষ ঘোষ, পিতা - শ্রী বিষ্ণুপদ ঘোষ, এবং 12 May 2026 তাং I-4158/26 নং দলিল বলে ২.৪৮ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন শ্রীমতি অর্পিতা আচার্য, স্বামী - শ্রী বিজন কুমার ভট্টাচার্য, উপরিক্ত সম্পত্তি গুলি ৪৩ নং পানিনালা মৌজার, খতিয়ান নং আর.এস. ৩৯৬,১১৫, ও এস.আর. ৯৯৬, এবং দাগ নং আর.এস. ও এল.আর. ৫১৬, ৫১৯,৫০৫ উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে, কৃষ্ণনগর B.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

### নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 14/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 17100 নং এফিডেভিট বলে আমি Manoj Kumar Sarkar সাং তিন্না সবুজপল্লী, তিন্না, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা স্বর্গীয় Harahari Sarkar ও Harihar Sarkar (যাহা আমার বিক্রয় কোবালা দলিলে ও পরচায় লিপিবদ্ধ আছে) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 02/09/2025 তারিখে S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 34 নং এফিডেভিট বলে আমি Bishnu Kanta Mandhana, S/o. Balmukand Mandhana (old name), R/o. Natungram, Magra, Hooghly-712148, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Bishnu Kanta Mandhana S/o. Balmukand Mandhana নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Bishnu Kanta Maheshwari S/o. Balmukand Maheshwari (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Bishnu Kanta Maheshwari S/o. Balmukand Maheshwari & Bishnu Kanta Mandhana S/o. Balmukand Mandhana, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 14.07.2026 তারিখে S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 41 নং এফিডেভিট বলে আমি Bishnu Kanta Mandhana S/o. Balmukand Mandhana, (old name) R/o. Natungram, Magra, Hooghly-712148, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Bishnu Kanta Mandhana S/o. Balmukand Mandhana নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Bishnu Kanta Maheshwari S/o. Balmukand Maheshwari (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Bishnu Kanta Maheshwari S/o. Balmukand Maheshwari & Bishnu Kanta Mandhana S/o. Balmukand Mandhana, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Ankita Mandhana.

গত 01/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12801 নং এফিডেভিড বলে আমি, Manika Garai W/o. Nanigopal Garai, D/o. Lt. Gobinda Chandra Sadhukhan সাকিম মগরা চন্ডীতলা, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Singdha Garai) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. 1499, dated 27.08.1997,) আমার/ কন্যার মাতার সঠিক নাম Manika Garai-এর পরিবর্তে Manika Garai (Sadhukhan) লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Manika Garai লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি/ কন্যার মাতা Manika Garai ও Manika Garai (Sadhukhan), W/o. Nanigopal Garai, D/o. Lt. Gobinda Chandra Sadhukhan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

### NAME CHANGE

I, Jyotishko Roy, S/o. Shyamalesh Roy residing at Hindustan Complex, Block - B, Flat 3E, 1458, Garia Main Road, Rajpur Sonarpur (M), P.S. - Sonarpur, Kolkata - 700084, West Bengal vide an Affidavit No. 55735 before the court of 1st class Judicial Magistrate at Alipore, dated - 18.06.2026 that Jyotishko Roy and Jyotishka Roy refers to one and same identical person.

### AFFIDAVIT

I, CHAMELI DEVI W/O Lakshman Shaw residing at 69/2, 1 No. Cabin Road, P.O. & P.S. - Jagatdal, North 24 Parganas, PIN - 743125 do hereby declare vide affidavit no. 15465 dated 13.07.2026 in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Alipur that my correct and actual name with my surname is CHAMELI DEVI which is recorded in my Aadhaar Card and in my PAN Card, my name has been recorded as CHAMELI DEVI D/O CHALITAR SHAW but in 2002 SIR record of Election Commission, my name has been recorded as BABNISHAWD/OCHARITRASHAW. CHAMELI DEVI and BABNI SHAW i.e. myself am the same and one identical person. CHALITAR SHAW and CHARITRA SHAW i.e. my father is the same and one identical person.

### নাম-পদবী

আমি আয়েসা বিবি সেখ, স্বামী- হাদিস সেখ ২৩/৩/২০২৬ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণী কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার কন্যা Sabnam Khatun Sekh ও Sabnam Khatun Shaikh আমার স্বামী Hadis Sekh ও Hadis Shaikh একই ব্যক্তি হইল।

### LOST & FOUND

I, Manav Mitra, Manager of Indian Overseas Bank, Krishnagar, Branch of 16/1, D.L. Roy Road, Bowbazar, P.O. Krishnagar, P.S.-Kotwali, Dist. Nadia- 741101 hereby declare that Salim Mondal, S/O. Noor Mahammad Mondal of Uttar Bara Andulia Mandalpara, P.O. Bara Andulia, P.S. Chapra, Dist. Nadia-741124, borrower of our branch, who takes a housing loan from our branch vide loan number 158303464000069 and his original land deed being No. I-1302-07406/2025 dt. 11.07.2025 was lost from our custody. In this regard we have lodged a General Diary before Kotwali Police Station vide GD. Entry No. 245 dt. 03.07.2026. If anybody found the same, please contact us to our branch address.

### নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 15/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 17134 নং এফিডেভিট বলে আমি Pravhat Das S/o. Shailendra Das ও Pravat Das S/o. S. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 07/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11450 নং এফিডেভিট বলে আমি Vasant Mavjibhai Patel S/o. Mavjibhai Patel ও Vasant Patel S/o. M K Patel সাং কোতরং, উত্তরপাড়া, হুগলী, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 13/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 34 নং এফিডেভিট বলে আমি Rajib Mukherjee S/o. Umasankar Mukherjee ও Rajib Mukhopadhyay S/o. U. Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 15/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 11 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Fajrul Haque S/o. Karim Box ও Fazrul Haque S/o. K. Box সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 15/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 60 নং এফিডেভিট বলে আমি Sima Kirtaniya D/o. Satish Halder ও Sima Kirtaniya D/o. Satish Howlader W/o. Gobinda Kirtaniya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 09.07.2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 16611 নং এফিডেভিট বলে আমি, Anshuman Bhattacharya, S/o. Late Malay Kumar Bhattacharya, R/o. Simlagarh, Pandua, Hooghly-712135, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার আধার কার্ডে কন্যার সঠিক নাম Nayantara Bhattacharya-এর পরিবর্তে Torsha Bhattacharya লিপিবদ্ধ আছে। যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া কন্যার সঠিক নাম Nayantara Bhattacharya লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমার কন্যা Nayantara Bhattacharya & Torsha Bhattacharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

### বিজ্ঞপ্তি

**পিযুষ বিশ্বাস ও অসিত কুমার বিশ্বাস উভয়ের পিতা- অনন্ত কুমার বিশ্বাস, হাল সাং-পাতুয়া, পোঃ-খামারশিমুলিয়া, থানা-তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া, গত ইংরাজী ২৬/০২/২০১০ তারিখে এ.ডি.এস.আর. হাঁসখালী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-14/2010 নং আমমোক্তার দলিল মূলে শ্রীমত্যা লাবন্য বিশ্বাস স্বামী- অনন্ত কুমার বিশ্বাস, হাল সাং-পাতুয়া, পোঃ-খামারশিমুলিয়া, থানা-তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে উক্ত লাবন্য বিশ্বাস কতেক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে B.L & L.R.O HANSKHALI অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন।**

**-: তপশীল ঃ-**

**জেলা-নদীয়া, থানা-তাহেরপুর, মৌজা-পাতুয়া, জে. এল.-৪২, এল.আর. খতিয়ান-২০৮ ও ২৪৭, আর.এস. ও এল.আর. ৭১৯ নং দাগে আউশ জমি, মোট ৫২.৬৬৬ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। শম্ভু অধিকারী, উকিলবাবু, রানাঘাট কোর্ট।**

NARSINGHA

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

# একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৬ নাগাল্যান্ডের সামরিক শক্তির প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন সেনাপ্রধান

শিল্পের জমিতে শিল্প হওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ কৃষকদের ৬

কলকাতা ১৬ জুলাই ২০২৬ ৩১ আষাঢ় ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার বিংশ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.07.2026, Vol. 20 Issue No. 36, 8 Pages, Price 3.00

## বিশ্বকাপ

**গতকালের ফলাফল**

স্পেন-২ ফ্রান্স-০

সুরভি ম্যানসন্
A trusted jewellers
গড়িয়াহাট-গড়িয়া-সোনারপুর বাজার
9163683241

## পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তথ্য ফাঁস

■ ভারতের বৃহত্তম পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র কুডানকুলমের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় ১৯,০০০টি অত্যন্ত সংবেদনশীল ফাইল ফাঁস করল 'ওয়ার্ল্ড লিকস'। ডার্ক ওয়েবের মাধ্যমে সাইবার হানার সাহায্যে ওই তথ্য ফাঁস করা হয়েছে বলে সংবাদসংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে। র‍্যানসমওয়্যার -এর মাধ্যমে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রটির ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান অনিল আম্বানির রিলায়্যান্স এডিএজি-র একটি সার্ভার হ্যাক করে এই তথ্য মিলেছে বলে তথ্য ফাঁসকারী 'ওয়ার্ল্ড লিকস'-এর দাবি। ওই র‍্যানসমওয়্যার গোষ্ঠীর তরফে ফাঁস করা নথিপত্রের মধ্যে পরমাণুকেন্দ্রটির বিভিন্ন অংশের প্ল্যান্ট ব্লুপ্রিন্ট, যন্ত্রাংশের নকশা, সরবরাহকারীদের বিবরণ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য রয়েছে। -বিস্তারিত দেশের পাতায়

### 'তৃণমূলেই আছি, শুধু শিবির বদল করেছি'

# মদনও এখন ঋতরই 'মিত্র'

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** তৃণমূলের অন্দরে বুধবার রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মোড় নিল। দলের প্রতিষ্ঠাকালীন নেতাদের অন্যতম মদন মিত্র কালীঘাট শিবিরের সমস্ত সাংগঠনিক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। বুধবার সকালে তিনি বিধানসভায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে গিয়ে নিজের সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে জানান। এরপর থেকেই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।

ঋতব্রত শিবির সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার রাতে মদন মিত্রের সঙ্গে স্বর্ণকমল সাহার বৈঠক হয়। পরে তিনি সন্দীপন সাহার সঙ্গেও দেখা করতে চেয়েছিলেন, যদিও সেই সাক্ষাৎ আর হয়নি। ওই বৈঠকের পর থেকেই তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়। বুধবার সেই জল্পনাই কার্যত সত্যি হয়। এদিন বিধানসভায় পৌঁছে মদন মিত্র একটি কবিতার লাইন উদ্ধৃত করে নিজের বর্তমান মানসিক অবস্থার ইঙ্গিত দেন। সেই সময় তাঁর পাশে ছিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন সাহা এবং শিউলি সাহা। সূত্রের খবর, আগামী ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসের কর্মসূচিতেও তিনি

ঋতব্রতদের শিবিরের সঙ্গেই থাকবেন। নতুন শিবিরে যোগ দিয়ে মদন মিত্র বলেন, 'আমি তৃণমূলেই ছিলাম, তৃণমূলেই আছি। শুধু শিবির বদল করেছি।'

### অভিষেকের জন্যই জেলে, তোপ দাগলেন অনুব্রতও

অন্যদিকে, বুধবার গোলপার্কে ঋত-তৃণমূলের বৈঠকে প্রথমবার যোগ দেওয়ার আগে বোমা ফাটালেন অনুব্রত মণ্ডল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। গোরুপাচার মামলায় তাঁকে কেন্দ্রীয় সংস্থা গ্রেপ্তার করেছিল। তাঁর দাবি, 'বীরভূম থেকে সাড়ে ৩ কোটি টাকা রেভিনিউ পেত সরকার। পরে কয়লার জন্য দিনে ৪০ লক্ষ টাকা দিতে হত।' অনুব্রতর ভবিষ্যদ্বাণী, 'আগামী দিনে তৃণমূলে আর কেউ থাকবে না। শেষ হয়ে যাবে।' অনুব্রতের কথায়, 'সংগঠন ভেঙে পড়েনি। ২১ জুলাইয়ের সভায় বীরভূম থেকে প্রচুর মানুষ আসবেন। আমরা পোস্টার মারব, মিছিল করব। দলের সঙ্গে কোনওদিন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির ছেড়ে বুধবার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দিয়েছেন মদন।

বুধবার জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

## ইসকনের রথের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বৃহস্পতিবার কলকাতার ইসকনের রথযাত্রার সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই হবে রথযাত্রায় তাঁর প্রথম অংশগ্রহণ। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ অ্যালবার্ট রোডের ইসকন মন্দির থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে রথযাত্রার সূচনা করবেন তিনি। এর পর কিছু দূর পর্যন্ত রথযাত্রায় থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি যাবেন না বলেই প্রশাসনিক সূত্রের খবর।

ইসকনের রথযাত্রা অ্যালবার্ট রোডের মন্দির থেকে শুরু হয়ে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, এজেসি বোস রোড, শরৎ বোস রোড, হাজরা রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, এক্সাইড মোড়, জওহরলাল নেহরু রোড, আউট্রাম রোড হয়ে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছোবে। প্রতি বছরই এই রথযাত্রায় হাজার হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থীর সমাগম হয়। এ বছর নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি বাড়ানো হয়েছে। নবান্ন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, কলকাতার কর্মসূচি শেষ করেই মুখ্যমন্ত্রী পূর্ব মেদিনীপুরে রওনা হতে পারেন। নিজের রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই তিনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রার অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে আসছেন। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এ বছরও জেলার একাধিক রথযাত্রার উদ্বোধন বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাঁর যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

## শর্তসাপেক্ষে ২১ জুলাইয়ের অনুমতি মমতা তৃণমূলকে

**নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীঘাট তৃণমূলকে ২১ জুলাই কর্মসূচির জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে বেঁধে দিয়েছে কয়েকটি শর্তও। বুধবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানান, অনধিক তিন হাজার লোক নিয়ে ওই কর্মসূচি পালন করা যাবে। বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনে এক দিকের রাস্তা ব্যবহার করে কর্মসূচি করতে পারবে কালীঘাট তৃণমূল। অন্য দিকের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচল করবে। আদালত জানিয়েছে, দুপুর ১২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টে পর্যন্ত করা যাবে ওই কর্মসূচি।**

**বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের কাছে ৫০০ লোকের বেশি হলে অসুবিধা হবে বলে আপত্তি জানায় রাজ্য। তাদের যুক্তি, সেখানে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল রয়েছে। ২০০০ লোক হলে সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার, ১০ হাজারের বেশি লোক হলে ব্রিগেডে করতে হবে। তখন কালীঘাট তৃণমূলের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাল্টা জানান, ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে প্রতি বছর এই কর্মসূচি করা হয়। সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যারে এই কর্মসূচি করতে চান না তাঁরা। নবান্নের সামনে এই কর্মসূচিতেও অসুবিধা নেই তাঁদের। এর পরই তাঁর অভিযোগ, আসলে কর্মসূচির অনুমতি দিতে চাইছে না রাজ্য।**

## এফআইআর কত, হাইকোর্টে অভিষেক, দিলেন কণ্ঠস্বর নমুনাও

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে নতুন নতুন অভিযোগে বিদ্ধ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কখনও বিষ্ণুপুর থানায়, আবার কখনও ডায়মন্ড হারবারে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হচ্ছে। তাঁর নামে এখনও পর্যন্ত কতগুলি এফআইআর হয়েছে, তার হিসাব চেয়ে এ বার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন অভিষেক। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের বক্তব্য, তাঁর নামে কতগুলি এফআইআর হয়েছে, তা জানাক রাজ্যের ডিজিপি। ওই মামলায় রাজ্যের থেকে রিপোর্ট চাইল উচ্চ আদালত।

এফআইআর নিয়ে বুধবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে আবেদন করেন অভিষেকের আইনজীবী গোপালশঙ্কর নারায়ণ এবং অয়ন ভট্টাচার্য। তাঁদের বক্তব্য, 'অভিষেক একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। সেই কারণে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।' আইনজীবীদের দাবি, 'অভিষেকের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত আটটি এফআইআর হয়েছে। আরও কতগুলি মামলা আছে তা জানা নেই। তাই সেই সংখ্যা জানানোর আবেদন। পুলিশের কাছ থেকে রিপোর্ট আসার পরই সব অভিযোগ নিয়ে বক্তব্য জানানো হবে।'

অন্যদিকে, হাইকোর্টের ধমক খেয়ে এদিনই কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে বিধাননগর মহকুমা আদালতে পৌঁছন অভিষেক।

www.dulalchandrasenjewellers.com
Follow us @

রথযাত্রা '২৬
অফার

প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দামে
২০০০/- ছাড়
২৫%* ছাড় সোনার গহনার মজুরীতে
২০%* ছাড় রুপোর সামগ্রীর মজুরীতে
১০%* ছাড় হীরা ও গ্রহরত্নের দামে
২৬ই জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত
১০০% exchange পুরানো হলমার্কযুক্ত গহনায়

পুরানো গহনা বদলে নতুন হলমার্কযুক্ত
সোনার গহনা কিনুন

শতবর্ষের পথে
দুলাল চন্দ্র সেন
জুয়েলার্স

৩১, জি. টি. রোড (সাউথ), দুলাল সেন মার্কেট, হাওড়া ময়দান,হাওড়া - ৭১১ ১০১ 033 2641 4262 +91 70444 89592

সম্পাদকীয়

## বিজেপি সরকারের মোক্ষম দাওয়াই, তৃণমূল জমানার প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তে কমিশন

খোদ মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ক্ষমতায় এলে তৃণমূল জমানার তামাম প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্ত হবে। কথা মতো এবার সেই কমিশন গড়ল রাজ্য। কমিশনের নেতৃত্বে থাকছেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। কমিশনের কার্যপরিধি নিয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ২০১১ সালের মে মাস থেকে ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত ওঠা সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখবে এই কমিশন। আর এতেই ঘুম উড়েছে তৃণমূল জমানার কেষ্টবিষ্টুদের। কারণ, বিজ্ঞপ্তিতেই স্পষ্ট, মূলত তৃণমূল আমলের দুর্নীতিগুলিরই তদন্ত করবে এই কমিশন। বিজ্ঞপ্তিতে কমিশনের কাঠামোও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হলেও তদন্ত পরিচালনা করবেন রাজ্য সরকারের নিযুক্ত এক প্রবীণ আইপিএস আধিকারিক। প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকবেন একজন আইএএস বা ডব্লিউবিসিএস আধিকারিক এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা করবেন একজন ডব্লিউবিআরএস আধিকারিক। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সিবিআই বা অন্য কোনও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তাধীন মামলাগুলি কমিশনের আওতার বাইরে থাকবে। ফলে নিয়োগ দুর্নীতি, কয়লা, বালি পাচার-সহ একাধিক বহু চর্চিত দুর্নীতির তদন্তে এই কমিশনের কোনও ভূমিকা থাকবে না। কিন্তু তারপরও ভয়ে ঠকঠকানি শুরু হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের অন্দরমহলে। সূত্রের খবর, অনেকেই এখন মরিয়া হয়ে বাঁচার জন্য নানা ফন্দিফিকির খুঁজছে। কিন্তু সেসবে যে আর খুব একটা লাভ হবে না, সেটা কে বেঝাবে! ক্ষমতায় থাকাকালীন এদের রূপ মানুষ দেখেছে। মানুষকে যারা মানুষ বলেই মনে করতো না, ক্ষমতার দম্ভে যাদের পা মাটিতেই পড়তো না, এখন সেই সব তৃণমূল নেতারা পাড়ায় পাড়ায় ক্ষমা চেয়ে বেড়াচ্ছেন। কেউ বা তোলাবাজির টাকা ফেরত দিচ্ছেন। কেউ আবার রীতিমতো শিবির করে আবাস যোজনায় নেওয়া কাটমানির টাকা ফেরত দিচ্ছেন। এমন ছবি আসছে সংবাদমাধ্যমে। সময় এসেছে এবার এই সব দুর্নীতিবাজদের সমূলে উৎখাত করা। তবে শুধু তদন্ত করলেই হবে না, রাজ্য থেকে এই সংস্কৃতি চিরতরে বন্ধ করতে হবে, এটাই জনগণের প্রার্থনা নতুন সরকারের কাছে।

# তেত্রিশ কোটি দেবতাকে নিয়ে গঙ্গাসাগর থেকে পুরী শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব চললেন রথযাত্রায়

**প্রদীপ মারিক**

সাগরদ্বীপ মানেই গঙ্গাসাগর, সারা পৃথিবী থেকে পুণ্যার্থীরা ছুটে আসেন এখানে পুণ্যার্জন করতে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে পবিত্র ভূমি গঙ্গাসাগর। সাগরদ্বীপে মহা ধুম ধাম করে পালিত হয় রথযাত্রা। সাগরদ্বীপের ইসকনের রথযাত্রা উৎসব আধ্যাত্মিক ঐক্য, ভক্তি এবং আনন্দের প্রতীক হয়ে উঠেছে, লক্ষাধিক ভক্তের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এই রথযাত্রা। পুণ্যার্থীরা পবিত্র রথ টানার সময় উচ্চৈস্বরে শ্রী হরির পবিত্র নাম জপ করে ঐশ্বরিক আনন্দ অনুভব করেন। শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথ পুরীর প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করে , পূজা, রথ মেরামত এবং সাজসজ্জা সহ রথযাত্রার আয়োজন করে ইসকন। কেবল মাত্র ইসকন নয়, সাগরদ্বীপের মুড়িগঙ্গা, চৌরঙ্গী, বাগবাজার, চেমাগুড়ি, হরিনবাড়ি, চিত্ত মোড় থেকে পয়লা ঘেরি, কচুবেরিয়া আশ্রম মোড়, বামনখালী তে রথযাত্রা আয়োজন করা হয়। সাগরদ্বীপের এই রথযাত্রা আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। রথযাত্রা হ'ল সনাতন ধর্মের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। প্রতিবছর আষাঢ় মাসের শুক্লাপক্ষের দ্বিতীয় তিথিতে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব সাড়ম্বরে পালন করা হয় । এই উৎসব কালক্রমে হয়ে উঠেছে ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষের মহা মিলন তীর্থ । পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রা হল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রথযাত্রা। রথ যাত্রা উপলক্ষে প্রাচীন কাহিনীকে বিশ্বাস করে রথযাত্রার উৎসব পালন করা হয়। এক বিশেষ সূর্যগ্রহন উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম বা বলভদ্র ও ভগিনী সুভদ্রা এবং দ্বারকাবাসীকে নিয়ে কুরুক্ষেত্রের পবিত্র দ্বৈপায়ন হ্রদে পুণ্যস্নানে যান। সেই সময় এই পুণ্যস্নানে বৃন্দাবন থেকে ব্রজবাসীরাও অংশগ্রহণ করেন। তারা জানতে পারে কুরুক্ষেত্রে এই পুণ্যস্নানে তাদের নয়নের মনি ব্রজের গোপাল শ্রীকৃষ্ণও এসেছেন । এখানে বৃন্দাবনের ব্রজবাসীর সাথে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয় । তারা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে মহা আনন্দে আত্মহারা । ব্রজবাসীরা ঠিক করলো শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন ব্রজধামে নিয়ে যাবে । রথে আসীন শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম আর সুভদ্রার রথের ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই রথের রশি টেনে বৃন্দাবনে নিয়ে আসে । দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর বড় ভাই বলরাম ও বোন সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের এই বৃন্দাবন প্রত্যাবর্তন স্মরণে এই রথযাত্রা উৎসব আয়োজন করা হয় । রথযাত্রার দিন পুরীর জগন্নাথ মন্দির সহ দেশের সকল জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্র মূর্তি মন্দির বাহিরে সর্বসমক্ষে আনা হয়। তারপর তিন জনকে আলাদা তিনটি সুসজ্জিত রথে বসিয়ে দেবতাদের পূজা সম্পন্ন করে রথ টানা হয়। পুরীর রথযাত্রা উৎসবে মূল দর্শনীয় এই সুসজ্জিত তিনটি রথ । রথ তিনটির আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যাত্রার প্রথমে থাকে বড় ভাই বলরামের রথ। এই রথের নাম হল তালধ্বজ রথ। এতে মোট চোদ্দোটি চাকা আছে এর উচ্চতা চুয়াল্লিশ ফুট। রথটি নীল রঙ দ্বারা আবৃত। বলরামের পিছনে থাকে বোন সুভদ্রার রথ। এই রথের নাম হল দর্পদলন রথ। এতে মোট বারোটি চাকা আছে এর উচ্চতা তেতাল্লিশ ফুট । সুভদ্রার রথটি ধ্বজা বা পতাকায় পদ্মচিহ্ন আঁকা আছে তাই এই রথটির আরেক নাম হল পদ্মধ্বজ রথ । রথটি লাল রঙ দ্বারা আবৃত । সবার পিছনে থাকে শ্রী জগন্নাথদেবের রথ । এই রথের নাম হল নন্দীঘোষ রথ । পতাকায় কপিরাজ হনুমানের মূর্তি আঁকা আছে সেই জন্য এই রথের আরেক নাম হল কপিধ্বজ রথ । এই রথে মোট ষোলটি চাকা আছে প্রতিটি চাকার ব্যাস সাত ফুট এর উচ্চতা পঁয়তাল্লিশ ফুট। রথটি হলুদ রঙ দ্বারা আবৃত । তিনটি রথের রঙ ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রতিটি উপরিভাগের অংশ লাল রঙ দ্বারা আবৃত । রথযাত্রার মাহাত্ম্য সম্পর্কে কঠোপনিষদে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে । তাতে উল্লেখ আছে মানুষের দেহ হচ্ছে একটি রথ এবং ঈশ্বর হচ্ছেন তার সারথী, যিনি এই ভবসাগর পরিভ্রমণ পরিচালনা করেন। আত্মা হচ্ছে পরিভ্রমণকারী এবং দেহ তা ধারণ করে জন্ম থেকে জন্মান্তরে বিচরণ করেন । প্রাণশক্তি, পরধর্মসহিষ্ণুতা, আত্মসংযম, দয়া, দাক্ষিণ্য, সমতা, প্রশান্তিকে ধারণ করে যেই দেহধারী সঠিক পথ ধরে পরিক্রমা করতে পারে সেই রথ ঈশ্বরের নির্ধারিত আবাসস্থলে পৌঁছতে পারে এবং তার আর পুনর্জন্ম হয় না, বিষ্ণুলোকে বা নিত্যধামে গমন করে মহামিলনের মাধুরী আস্বাদন করতে পারবে, জীবন হবে ধন্য। এমন একটি আধ্যাত্মিক ভাবনা লালন করে রথযাত্রা উপলক্ষে লাখ লাখ সনাতন ধর্মাবলম্বী প্রভু জগন্নাথকে রথে আসীন অবস্থায় দর্শন করতে বা রথের রশি ধরতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জনও দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না । তাদের বিশ্বাস রথে আসীন জগন্নাথ প্রভুকে দর্শন করে পরম পুণ্য প্রাপ্তি হয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, রথারূঢ় পরমেশ্বর ভগবান শ্রী জগন্নাথকে দর্শন করলে এই জড়জগতের জন্ম-মৃত্যুর আবদ্ধতা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব, সংস্কৃত ভাষায় রথ মানে গাড়ি এবং যাত্রা মানে মিছিল। ক্ষণিকের জন্য জগন্নাথদেবকে রথের উপর দর্শন করাকে বহু পুণ্য কর্মের ফল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি এতই পবিত্র যে, কেউ যদি এই দিনে রথ স্পর্শ করেন অথবা এমনকী রথের দড়ি স্পর্শ করেন, তাহলে বহু পুণ্য কর্মের ফল লাভ করতে পারেন। কথিত রয়েছে রথযাত্রার দিন যদি রথের রশি ছোঁয়া যায়, তাহলে তাতে ১০০ যজ্ঞের সমান পূণ্য লাভ হয়। রথযাত্রায় যাঁরা অংশ নেন তাঁদের মোক্ষ লাভ হয় বলেও বর্ণিত রয়েছে। প্রতিবছর জগন্নাথদেবের রথযাত্রার উদ্বোধন করেন সেখানকার রাজা। রাজত্ব না থাকলেও বংশপরম্পরায় পুরীর রাজপরিবারের নিয়মানুযায়ী, যিনি রাজা উপাধিপ্রাপ্ত হন, তিনি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর রথের সামনে এসে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও সোনার ঝাড়ু দিয়ে রথের সম্মুখভাগে ঝাঁট দেওয়ার পরই রথের রশিতে টান পড়ে। শুরু হয় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। জগন্নাথদেবের রথের প্রতিটি অংশই অতি পবিত্র। কারণ তিনটি রথেই বিরাজ করেন তেত্রিশ কোটি দেবতা। তাই এই রথের রশি একটু স্পর্শ করা বা টানা মানে, এই তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর চরণ স্পর্শ করা। উড়িষ্যার প্রাচীন পুঁথি 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ' এ জগন্নাথদেবের রথযাত্রার ইতিহাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এই রথযাত্রার প্রচলন হয়েছিল প্রায় সত্যযুগে। সে সময় উড়িষ্যা মালবদেশ নামে পরিচিত ছিল। সেই মালবদেশের সূর্যবংশীয় পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণুর জগন্নাথরূপী মূর্তি নির্মাণ করেন এবং রথযাত্রারও স্বপ্নাদেশ পান। পরবর্তীতে তাঁর হাত ধরেই পুরীতে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ ও রথযাত্রার প্রচলন শুরু হয়। পুরাবিদদের মতানুযায়ী, পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা থেকে বাংলায়ও রথযাত্রার সূচনা চৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচল থেকে এই ধারাটি বাংলায় নিয়ে আসেন চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণবরা বাংলায় পুরীর অনুকরণে রথযাত্রার প্রচলন করেন। এখন বাংলার বহু জায়গাতেই এই রথযাত্রা অত্যন্ত জনপ্রিয় রথ এসে পৌঁছায় মন্দিরের সামনের বড় রাস্তায়। পুরীর রাজা উত্তর দিকের পথ সোনার ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিয়ে দিলে রথ চলা শুরু হয়। প্রথমে রথ যায় গুণ্ডিচা মন্দির, গুণ্ডিচা ছিলেন দারুব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী। সেখান থেকে মাসির বাড়ি। মোট পথ ২ কিমি। আবার উল্টো রথের দিন 'গোটে পাহাণ্ডি' প্রক্রিয়ায় গর্ভগৃহে এসে পৌঁছায় শ্রী জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম। রথের দিন প্রতিটি রথকে পঞ্চাশ গজ দড়িতে বেঁধে আলাদা আলাদা ভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় গুণ্ডিচাবাড়ি। রথ নির্মাণের জন্য কাঠের সংগ্রহ বসন্ত পঞ্চমীর দিন থেকেই শুরু হয়। রথের নির্মাণ অক্ষয় তৃতীয়া থেকে শুরু হয়। সেই কাঠ সংগ্রহ করা হয় মাঘ মাসের বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে। আর সেই কাঠগুলি নির্দিষ্ট পরিমাণে কাটা শুরু হয় রামনবমী তিথি থেকে। রথগুলিতে অন্য কোনও ধাতু ব্যবহার করা হয় না। রথের পেরেকও তৈরি হয় কাঠ দিয়ে। ভগবান জগন্নাথ, ভগবান বলভদ্র এবং দেবী সুভদ্রা এই তিনটি দেবতাকে উৎসর্গিকৃত তিনটি রথ সম্পূর্ণ করতে প্রায় দুই মাস। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার তৈরি অসমাপ্ত মূর্তিই পরমেশ্বর শ্রী শ্রী জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলরামের। কলির মানুষের দুঃখ কলঙ্ক পাপ মোচনকারী পরমেশ্বর শ্রী শ্রী জগন্নাথ সর্ব সাধারণের মাঝে, তাই মানুষের বিশ্বাস রথযাত্রা দর্শন করা এবং ভগবানের নাম করা এবং রথের রশি ধরলে পুনার্জন করা সম্ভব হয়।

## রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধুমধাম...

**সুবল সরদার**

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দুটি উৎসব হল রথযাত্রা আর দুর্গাপুজো। কিন্তু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, এই দুটির মধ্যে রথযাত্রাই অনেক প্রাচীন।

রথযাত্রার মূল উৎস পুরীর জগন্নাথ মন্দির। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার এই রথ টানার উৎসবের উল্লেখ খ্রিস্টপূর্ব যুগেও পাওয়া যায়। পুরাণ, মহাভারত এমনকি বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থেও ক্ষ্মজগন্নাথক্ষ্ম ও ক্ষ্মরথক্ষ্ম এর কথা আছে। তৃতীয় শতাব্দীতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরীতে জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বলে মনে করা হয়। তারপর থেকে প্রতি বছর আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে এই রথযাত্রা হয়ে আসছে। অর্থাৎ প্রায় ২০০ বছরেরও বেশি পুরনো এই পরম্পরা। ভারতের বাইরে ইন্দোনেশিয়া, নেপালেও এর প্রভাব দেখা যায়। বাংলায় মাহেশের রথ, গুপ্তিপাড়ার রথ, ইস্কনের রথ ; সবই পুরীর আদলে। এবার দীঘার রথযাত্রা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে। আমাদের দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বারুইপুর রাজবাড়ির রথ, ডায়মন্ড হারবারের মঠের রথ, মগরাহাটের রথযাত্রায় অগণিত ভক্তবৃন্দ মহাসাড়ম্বরে অংশ নেন।

অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজো বৈদিক যুগে দুর্গার উপাসনা ছিল, তবে তা ছিল বসন্তকালীন ক্ষ্মবাসন্তী পুজোক্ষ্ম। শরৎকালের সাড়ম্বর দুর্গাপুজোর প্রচলন শুরু হয় মূলত মধ্যযুগে। সময়ের হিসেবে রথযাত্রা প্রায় দুই হাজার বছরের পুরনো, আর শারদীয়া দুর্গাপুজো চারশো-পাঁচশো বছরের। রথযাত্রা হল কৃষি-নির্ভর বাঙালি জীবনে বর্ষার আগমনী বার্তা। আষাঢ়ের বৃষ্টি, শ্যামল প্রকৃতি, আকন্দ-কৃষ্ণচূড়ার ফুল ; সব মিলিয়ে বর্ষার এটা প্রকৃতির উৎসব। আর দুর্গাপুজো হল শরতের নবান্নের উৎসব, বিজয়ের উৎসব, বাঙালির মিলন-মেলার উৎসব।

দুটোই বাঙালির প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে। রথ টানে ভক্ত, আর দুর্গা আসেন মায়ের মতো। দুটোই আমাদের পরম্পরা, দুটোই আমাদের অহংকার।

গ্রীষ্মের তপ্ত দহন পার হয়ে শীতল, ঘন শ্যামল হয়ে বাদল ধারায়, পূর্ণিমার চাঁদের মতো রথযাত্রা আসে। আনন্দ-উৎসবের মুখ রথযাত্রা। বর্ষার শ্যামল ধারায় ফোটে আকন্দ ফুল। কৃষ্ণচূড়ার শেষ পর্বে ফোটে কদম ফুল, রথযাত্রাকে স্বাগত জানাতে। মনে হয় শ্যাম তমাল-তরু-লতার মাঝে কদমের ডালে বসে শ্যাম বাজায় বাঁশি। শুধু রথযাত্রা নয়, রথযাত্রার মিলনের মধ্যে ভালোবাসার যাত্রা চলছে অনন্ত কালের পথ পরিক্রমায়।

জগন্নাথদেবের রথ ছুটে চলেছে দেশ হতে দেশে, কালোত্তীর্ণ হয়ে। আমার ইহজীবনে উত্তরণের পথে সেই রথের রশি একবার স্পর্শ করতে মন আকুল হয়। পার্থিব জীবনের সকল সুখের ঊর্ধ্বে মানসিক আনন্দে ভরে ওঠে। সকল দুঃখ-তাপ ভুলে যাই জগন্নাথদেবের রথের চাকায়, দড়ির স্পর্শে, ভক্তদের সমাগমে। রথযাত্রায় লোকারণ্য মহাধুমধাম - সে এক অভূতপূর্ব আনন্দ!

এমন দৃশ্য দেখতে হয়তো শ্রী শ্রী চৈতন্যদেব মহাপ্রভুও ছুটে গিয়েছিলেন নদীয়া থেকে শ্রীক্ষেত্রে। শ্রী শ্রী চৈতন্যদেব মহাপ্রভুর স্পর্শ পেয়ে জগন্নাথদেবের পুরীধাম পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান হিসেবে মনে করেন ভক্তবৃন্দ। আমার বঙ্গে আছে মাহেশের রথ। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণনায় পাওয়া যায়।

রাধারাণীর দুঃখ-কষ্ট, তার মায়ের যন্ত্রণা... মেলায় আকন্দ ফুলের মালা বিক্রি। কিন্তু যখন মেলা জমে উঠেছে, হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টিতে সব পণ্ড হয়ে যায়। তখন রাণীর চোখের জল দেখতে পান জগন্নাথদেব। জগন্নাথদেবের কৃপা পেয়ে সে ধন্য হয়। কোনো এক ধনী লোক তার সব মালা কিনে নেয় বেশি দামে।

জগন্নাথের কৃপা অসহায়, দুর্বল, আর্তের উপর বর্ষিত হয় ; যারা ভক্তিভরে তাঁর অনুসরণ করে। তিনিই তো জগন্নাথ, জগতের উদ্ধারকর্তা। তাঁর কৃপা ছাড়া এ পৃথিবী অচল, অসাড়। জয় জগন্নাথ।

## জগন্নাথ: বহুরূপে এক, ভারতীয় সমন্বয়বাদের চিরন্তন প্রতীক

**বিশ্বজিৎ বৈদ্য**

'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি';ঋগ্বেদের (১.১৬৪.৪৬) এই মন্ত্রের অর্থ, সত্য এক, জ্ঞানীরা তাকে নানা নামে অভিহিত করেন। ভারতীয় ধর্মদর্শনের এই মৌলিক ধারণার সর্বাধিক জীবন্ত প্রতিফলন দেখা যায় পুরীর জগন্নাথ সংস্কৃতিতে। জগন্নাথদেব কেবল বৈষ্ণবদের উপাস্য নন; তিনি ভারতীয় সভ্যতার বহুত্ববাদ, সাংস্কৃতিক সমন্বয় এবং ধর্মীয় সহাবস্থানের এক অনন্য প্রতীক। তাঁর মধ্যে একই সঙ্গে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নৃসিংহ, রাম, গণেশ, শক্তি, এমনকি আদিবাসী ও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের নানা স্তর মিলেমিশে এক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণ করেছে।

জগন্নাথ উপাসনার উৎস নিয়ে পুরাণ, লোককথা এবং ইতিহাসে নানা ব্যাখ্যা রয়েছে। স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ড, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও নারদপুরাণ-এ নীলমাধব থেকে জগন্নাথ প্রতিষ্ঠার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। শবর প্রধান বিশ্বাবসুর নীলমাধব উপাসনা, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের মন্দির নির্মাণ এবং বিশ্বকর্মার অসম্পূর্ণ মূর্তি নির্মাণের কিংবদন্তি ভারতীয় ধর্মীয় কল্পনার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে আধুনিক ইতিহাসবিদেরা এই কাহিনিকে কেবল অলৌকিক আখ্যান হিসেবে দেখেন না; তাঁরা এর মধ্যে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাসও খুঁজে পান।

জার্মান ইতিহাসবিদ হারম্যান কুলকে তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, জগন্নাথ সংস্কৃতি মূলত বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক ঐতিহ্যের দীর্ঘ সমন্বয়ের ফল। ওড়িশার ইতিহাসবিদ ড. হরেকৃষ্ণ মহতাব জগন্নাথকে ভারতের 'জাতীয় দেবতা' বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর মতে, জগন্নাথ এমন এক সাংস্কৃতিক প্রতীক, যিনি আঞ্চলিক পরিচয় অতিক্রম করে সমগ্র ভারতীয় সমাজকে এক সূত্রে বেঁধেছেন। ইতিহাসবিদ এন. কে. সাহু এবং গয়া চরণ ত্রিপাঠী-র গবেষণাতেও দেখা যায়, শবর জনগোষ্ঠীর কাঠের দেবতা উপাসনা, বৈদিক ধর্ম, পুরাণ, তন্ত্র, বৈষ্ণব ভক্তিবাদ এবং রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা;সব মিলিয়ে জগন্নাথ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে।

জগন্নাথদেবের কাঠের মূর্তি ভারতীয় মূর্তিশিল্পে এক ব্যতিক্রম। অসম্পূর্ণ হাত-পা, বিশাল চক্ষু এবং অপ্রচলিত আকৃতি তাঁকে অন্যান্য দেবমূর্তি থেকে পৃথক করেছে। বহু গবেষকের মতে, এই অসম্পূর্ণতা কোনো ত্রুটি নয়; বরং এটি একটি গভীর দার্শনিক প্রতীক। ঈশ্বরকে কোনো নির্দিষ্ট আকার বা সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না। তিনি সীমাবদ্ধ রূপেরও ঊর্ধ্বে। এই ভাবনা উপনিষদের 'নেতি, নেতি' দর্শনের সঙ্গেও সাযুজ্যপূর্ণ।

জগন্নাথ সংস্কৃতির সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর বিভিন্ন 'বেশ'। প্রচলিত মতে, বছরে প্রায় ৩২টি প্রধান বেশ পালিত হয়। প্রতিটি বেশ একটি নির্দিষ্ট ধর্মতাত্ত্বিক বা সাংস্কৃতিক বক্তব্য বহন করে। স্নানযাত্রায় জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে গজানন (হাতি) বেশে অলঙ্কৃত করা হয়। এই রূপকে অনেকেই গণেশতত্ত্বের প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। আবার দুর্গাষ্টমীতে পালিত দুর্গা-মাধব বেশ শক্তি ও বিষ্ণুতত্ত্বের সমন্বয়কে তুলে ধরে। নৃসিংহ বেশ, পরশুরাম বেশ, রঘুনাথ (রাম) বেশ, বামন বেশ, কালীয়দমন বেশ, পদ্মবেশ, সোনা বেশ, রাজাধিরাজ বেশ;প্রতিটি ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যের এক একটি অধ্যায়কে জীবন্ত করে তোলে।বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাগার্জুন বেশ। এটি প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় না; নির্দিষ্ট পঞ্জিকাগত অবস্থায় এই বিরল বেশ পালিত হয়। এ নিয়ে নানা মত রয়েছে। কেউ একে বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুনের স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত করেন, আবার কেউ মহাভারতের বীরোচিত ঐতিহ্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক দেখান। মতভেদ থাকলেও একটি বিষয় স্পষ্ট;জগন্নাথ সংস্কৃতি সর্বদাই বহুমাত্রিক ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত থেকেছে।

রথযাত্রা জগন্নাথ দর্শনের সবচেয়ে শক্তিশালী সামাজিক প্রতীক। বছরে একবার দেবতা নিজেই মন্দিরের গর্ভগৃহ ছেড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আসেন। ধর্মতাত্ত্বিকরা বলেন, এটি ঈশ্বরের মানুষের কাছে আগমন; সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, এটি সামাজিক অন্তর্ভুক্তির এক অসাধারণ উদাহরণ। রথের দড়ি টানতে রাজা, সাধারণ মানুষ, ধনী, দরিদ্র, নানা বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে অংশ নেন। এই দৃশ্য ভারতীয় সমাজে সমতা ও অংশগ্রহণের এক শক্তিশালী প্রতীক।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনের পর জগন্নাথ সংস্কৃতি নতুন মাত্রা লাভ করে। তাঁর কাছে জগন্নাথ ছিলেন প্রেমময় কৃষ্ণ। কিন্তু চৈতন্যীয় বৈষ্ণবধারাও জগন্নাথের সমন্বয়বাদী চরিত্রকে অস্বীকার করেনি। বরং জগন্নাথকে সর্বজনীন প্রেম, ভক্তি ও মানবতার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই কারণেই জগন্নাথ ভক্তি ভাষা, জাতি ও প্রাদেশিকতার সীমানা অতিক্রম করে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতায় ভারতের যে মিলনধর্মী সভ্যতার কথা বলেছেন, তার সঙ্গে জগন্নাথ সংস্কৃতির গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। যদিও রবীন্দ্রনাথ জগন্নাথের বিভিন্ন বেশ নিয়ে আলাদা আলোচনা করেননি, তাঁর দর্শন স্পষ্ট করে যে ভারতের প্রকৃত শক্তি বহুত্বের মধ্যে ঐক্যে। সেই একই আদর্শ জগন্নাথ সংস্কৃতির প্রতিটি আচার ও উৎসবে প্রতিফলিত হয়।

আজকের বিশ্বে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, পরিচয়-রাজনীতি এবং সামাজিক বিভাজন যখন ক্রমশ তীব্র হচ্ছে, তখন জগন্নাথের দর্শন নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তাঁর ৩২টি বেশ আমাদের শেখায়;ঈশ্বরের প্রকাশ কখনও একমাত্রিক নয়। ভিন্ন বিশ্বাস, ভিন্ন সংস্কৃতি এবং ভিন্ন আচার একই মানবিক সত্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এই শিক্ষা শুধু ধর্মীয় নয়; এটি গণতন্ত্র, বহুত্ববাদ এবং সাংস্কৃতিক সহাবস্থানেরও শিক্ষা।

ভারতীয় সংবিধান যে ধর্মনিরপেক্ষতা, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান এবং সমঅধিকারের কথা বলে, জগন্নাথ সংস্কৃতি বহু শতাব্দী আগে থেকেই সেই মূল্যবোধের সাংস্কৃতিক ভিত্তি নির্মাণ করেছে। তাঁর রথের দড়ি টানার অধিকার কোনো এক সম্প্রদায়ের একচেটিয়া নয়; তাঁর প্রসাদ 'মহাপ্রসাদ' সকলের জন্য; তাঁর মন্দিরকে ঘিরে গড়ে ওঠা আচার-অনুষ্ঠানও নানা সামাজিক গোষ্ঠীর অংশগ্রহণে সম্পূর্ণ হয়। এই অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্রই জগন্নাথকে অন্য অনেক উপাসনা-পরম্পরা থেকে স্বতন্ত্র করে।

জগন্নাথ তাই কেবল একটি দেবমূর্তি নন; তিনি ভারতীয় সভ্যতার সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের এক জীবন্ত প্রতীক। তাঁর বহুরূপী বেশ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঐক্য মানে একরূপতা নয়; বরং নানা পথ, নানা মত, নানা বিশ্বাস এবং নানা সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়েই প্রকৃত ঐক্য গড়ে ওঠে। আজ যখন সমাজ বিভাজনের নানা সংকটে আক্রান্ত, তখন পুরীর জগন্নাথ আমাদের নতুন করে শেখান; সহাবস্থানই সভ্যতার শক্তি, সমন্বয়ই ভারতের প্রকৃত পরিচয়। সেই কারণেই জগন্নাথ কেবল পুরীর নন, তিনি সমগ্র ভারতের; কেবল ধর্মের নন, তিনি সংস্কৃতির; কেবল অতীতের নন, তিনি ভবিষ্যতেরও এক আলোকবর্তিকা।

# কাঁকসার বনকাটির প্রাচীন পিতলের রথে বর্ণিত চার যুগের ইতিহাস

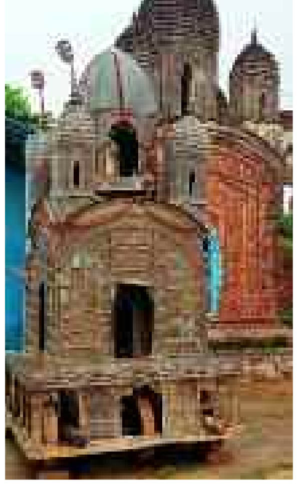

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** বাংলার প্রাচীন রথগুলির মধ্যে এটি অন্যতম হলো কাঁকসার বনকাটি অযোধ্যার প্রাচীন পিতলের রথ। কাঁকসার জঙ্গলে ঘেরা বনকাটি পঞ্চায়েত এলাকার অযোধ্যা গ্রাম। সেখানেই কয়েকশো বছর ধরে রথযাত্রা উপলক্ষে বিশাল উৎসবের আয়োজন করা হয়। উল্টো রথের দিন আনন্দ উৎসব হয় আরও বেশি। গ্রামের বিশাল আকার পিতলের রথটিকে কেন্দ্র করে রয়েছে প্রাচীন ইতিহাস। জানা গিয়েছে, অযোধ্যা গ্রামে একসময় মুখার্জি পরিবারের বসবাস ছিল। মূলত মুখার্জি পরিবারের হাত ধরেই অযোধ্যার রথযাত্রার শুরু হয়। বৈবাহিক সূত্রে শশীভূষণ মুখার্জি পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয় গ্রামের রায় পরিবারের। জানা যায়, লাক্ষা এবং গালার ব্যবসা ছিল শশীভূষণ মুখার্জি পরিবারের। তাদের ব্যবসা চলত বীরভূমের ইলামবাজার এলাকায়। শোনা যায় এই শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় লাক্ষা ব্যবসা করতে অজয় নদী দিয়ে নৌকা করে গঙ্গা পেরিয়ে কলকাতা যেতেন লাক্ষা ব্যবসা করতে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সেই সময় ব্যবসা থেকে একদিনের মুনাফার টাকা দিয়ে বিশাল আকারের এই পিতলের রথটি তৈরি করানো হয়। যে রথে চড়েই এখনও পর্যন্ত জগন্নাথদেব মাসির বাড়ি যান। বহু পুরানো এই রথটিও বেশ আকর্ষণীয়। কারণ পিতলের এই রথের গায়ে অঙ্কিত রয়েছে একাধিক ছবি। চার যুগের বিভিন্ন ছবি বর্ণিত রয়েছে এই পিতলের রথের গায়ে। যেখানে সমুদ্র মন্থন থেকে শুরু করে রাম রাবণের যুদ্ধের ছবি অঙ্কিত রয়েছে। এছাড়াও অঙ্কিত রয়েছে বাংলা সহজ পাঠের বিভিন্ন ছবি। মূলত নবরত্ন মন্দিরের আদলে পিতলের এই রথটি তৈরি করানো হয়। যদিও এই রথটি কে তৈরি করেছিলেন, সে বিষয়ে সঠিক কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গত, অযোধ্যা গ্রামে একাধিক পুরানো মন্দির রয়েছে।তবে অযথা গ্রামের রথযাত্রা এলাকার বিশেষ আকর্ষণ। চার যুগের বিভিন্ন ছবি বর্ণিত রয়েছে এই পিতলের রথের গায়ে। যেখানে সমুদ্র মন্থন থেকে শুরু করে রাম রাবণের যুদ্ধের ছবি অঙ্কিত রয়েছে। এছাড়াও অঙ্কিত রয়েছে বাংলা সহজ পাঠের বিভিন্ন ছবি। পাশাপাশি জিমন্যাস্টিকের বেশ কিছু ছবি অঙ্কিত রয়েছে এই পিতলের রথের গায়ে। মূলত নবরত্ন মন্দিরের আদলে পিতলের এই রথটি তৈরি করানো হয়। যদিও এই রথটি কে তৈরি করেছিলেন, সে বিষয়ে সঠিক কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গত, অযোধ্যা গ্রামে একাধিক পুরানো মন্দির রয়েছে। তবে অযোধ্যা গ্রামের রথযাত্রা এলাকায় জনপ্রিয়। রথযাত্রা এবং উল্টো রথযাত্রার দিন এখানে বহু মানুষের সমাগম হয়। আশপাশের থেকে এলাকা থেকে বহু মানুষ এখানে রথ দেখতে আসেন। থাকে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা। রথযাত্রার দিন এখানে যত না উৎসব হয়, তার থেকে উল্টো রথের দিন বেশি আনন্দে মেতে ওঠেন স্থানীয়রা। কিন্তু উৎসব পর্ব শেষ হলে রথটি রাখা থাকে মুখার্জি পরিবারের বাড়ির চত্বরেই। একসময় রাজপ্রাসাদের মতবৈভবে ভরতিবাড়িটি এখন ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে।

# শ্যামপুরে রথের দিনই স্নান করেন জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা

**মনোজ চক্রবর্তী**

**শ্যামপুর:** ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী রথের ১৫ দিন আগে জগন্নাথ বলরাম এবং সুভদ্রাদের স্নান করানো হয়। যাকে জগন্নাথের স্নানযাত্রা বলা হয়। আর জগন্নাথের স্নানযাত্রার পরেই জগন্নাথের জ্বর হয়। এক পক্ষ কাল জ্বর থাকার

পর জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা রথে চড়ে মাসির বাড়ি যান। এই বিশ্বাস সকলের। কিন্তু হাওড়ার প্রত্যন্ত এলাকা শ্যামপুরের কামদেবপুরে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা রথের দিনই স্নান করেন। সকালে স্নান করার পর বিকেলে তাদের রথে চাপিয়ে মাসির বাড়ি পাঠানো হয়। এমনটাই বৈচিত্র্যময় রথ গত কুড়ি বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে শ্যামপুরের কামদেবপুর যোগাশ্রম পরিচালিত রথ উৎসবে। এছাড়া এখানে প্রথা অনুযায়ী রথের মাসির বাড়ি মোল্লাহাট রথের দিনই ফেরে ঘরে ফিরে আসে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রারা। আবার ফিরতি রথে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা পাশের গ্রাম কাটা নিলি ঘুরে আসে। এমনই বৈচিত্রপূর্ণ রথের অনুষ্ঠানে স্বাভাবিকভাবেই তিন গ্রামের মানুষ দেশ আবেগপূর্ণ। কামদেবপুর গ্রাম্য যোগাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা যোগেশ ব্রহ্মচারী এবং বর্তমান সভাপতি মুরারি ব্রহ্মচারী একযোগে জানান, 'এ হেন বিধি করা হয়েছে কিছুটা সীমাবদ্ধতার জন্যই। সাধারণ স্নানযাত্রার পর জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাদের মন্দির বন্ধ রাখা হয়। কিন্তু এখানে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা ছাড়াও যেহেতু একই মন্দিরে আরো দেবদেবী রয়েছেন তাই মন্দির বন্ধ করা সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে।' বলাই বাহুল্য এই ব্যবস্থাকে মেনেও নিয়েছে ভক্ত প্রাণ মানুষ। আজ রথযাত্রার দিন তাই সাজো সাজো রথ কামদেবপুরে।

# পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি 'নির্বাচন' ঘিরে হাতাহাতি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি:** সিউড়ি ১ নম্বর ব্লক অফিস চত্বরে ছড়াল চরম উত্তেজনা। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচনের দিনেই তৃণমূল কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত হয়েছেন মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুবল দত্ত এবং তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতি সদস্যের ভাই বিপদতারণ অঙ্কুর। স্থানীয় সূত্রে খবর, সভাপতি ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের পদত্যাগের পর আজ নতুন সভাপতি নির্বাচন ছিল। সেই কারণে বিডিও অফিসের সামনে জড়ো হন শতাধিক বিজেপি কর্মী। অভিযোগ, চা দোকানে বসে থাকা বিপদতারণ ও অফিসে আসা সুবলবাবুকে বেধড়ক মারধর করা হয়। প্রাণ বাঁচাতে এলাকা ছাড়েন তৃণমূল কর্মীরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা ব্লক চত্বরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

## অদম্য ইচ্ছাশক্তির জয়!

# ৫৩ দিনে ২,০০০ কিমি পদযাত্রা শেষে বৈষ্ণোদেবী দর্শন অন্ডালের বাবনের

**সোমনাথ মুখার্জি**

**অন্ডাল:** অদম্য মানসিক শক্তি, অটুট ভক্তি এবং দেশের প্রতি ভালোবাসাকে সঙ্গী করে হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে প্রায় ২,০০০ কিলোমিটার পথ হেঁটে বৈষ্ণোদেবী দর্শনের স্বপ্ন পূরণ করলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্ডাল ব্লকের খান্দরা এলাকার নাগ কাজোড়া কোলিয়ারির ২৮ বছরের যুবক বাবন বাউরি। দীর্ঘ ৫৩ দিনের পদযাত্রা শেষে বুধবার সকালে তিনি নিজের গ্রামে ফিরে আসতেই আনন্দে ভাসল গোটা এলাকা।

প্রায় ৫৩ দিন আগে বাবন একাই পদব্রজে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ৪৫ দিনের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের পবিত্র বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে পৌঁছে মায়ের দর্শন করা। যদিও নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কিছুটা বেশি সময় লেগেছে, তবুও অদম্য ইচ্ছাশক্তি, কঠোর পরিশ্রম এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে তাঁর এই কঠিন অভিযাত্রা। গ্রামে ফিরে বাবন জানান, 'মনের ইচ্ছা আর দৃঢ় সংকল্প থাকলে মানুষের কাছে কোনো কাজই অসম্ভব নয়। এই দীর্ঘ পথচলায় আমার সবচেয়ে বড় শক্তি ছিলেন আমার বাবা-মা। তাঁদের অনুমতি ও আশীর্বাদ না থাকলে এই যাত্রা কখনও সম্পূর্ণ করতে পারতাম না।' তিনি আরও বলেন, যাত্রার শুরু থেকেই এলাকার বন্ধু-বান্ধবরা নানাভাবে তাঁর পাশে ছিলেন, সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন রাজ্যের অসংখ্য অচেনা মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসা তাঁর এই পথচলাকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। বাবনের এই সাফল্যে খুশির আবহ তৈরি হয়েছে গোটা খান্দরা এলাকায়। বাড়িতে ফিরতেই বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে ফুলের মালা পরিয়ে, মিষ্টিমুখ করিয়ে এবং সংবর্ধনা দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ছেলেকে সুস্থভাবে ফিরে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন বাবনের মা। চোখে জল নিয়ে তিনি বলেন, 'কখনও ভাবিনি আমার ছেলে এত বড় একটা কাজ করে দেখাবে। আজ সবাই ওর প্রশংসা করছে, একজন মা হিসেবে এর থেকে বড় আনন্দ আর কিছু হতে পারে না।' বাবনের এই দীর্ঘ পদযাত্রা শুধু ধর্মীয় ভক্তিরই নয়, বরং অদম্য মনোবল, আত্মবিশ্বাস এবং লক্ষ্যপূরণের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রইল অন্ডাল তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলার মানুষের কাছে।


**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

আমাদের অন্যতম মক্কেল শ্রী রঞ্জিৎ যাদব সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্লট জমি পরিমাপ ২ কাঠা ৪ ছটাক, সিএস দাগ নং ৪২১৩ এবং ৪২১৪, এলআর দাগ নং ১২৬০৮, সিএস খতিয়ান নং ১৭৯৫, জেএল নং ০২, মৌজা- বেহালা, থানা : বেহালা বর্তমানে পর্ণশ্রী, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্রেমিসেস নং ১৩৩/৪/১, পাঠক পাড়া রোড, ওয়ার্ড নং ১৩২, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন এর সম্পূর্ণ মালিক এবং মূল প্রাক দলিল রেজিস্ট্রিকৃত এসআর আলিপুর নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ৫৪, পৃষ্ঠা ২৫৯ থেকে ২৬৪, দলিল নং ৩৫১৫ -১৯৮১ সালের হারিয়ে ফেলেছেন। উক্ত স্থানান্তর/হারিয়ে ফেলা সংক্রান্ত বিষয়ে পর্ণশ্রী থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ১৫৩০ তারিখ ১৪.০৭.২০২৬ দায়ের করেছেন।

কোনও ব্যক্তির বা অন্য কোনও পক্ষ বা ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং /বা স্বার্থ থাকলে সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে দাবি জানাতে পারেন ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

সুপ্রিয় বসু এলএলপি
টেম্পল চেম্বার
রুম নং ৪৮, একতলা
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪৬০১ ৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ইমেল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

**ইন্ডিয়ান ব্যাংক**
**জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ**
**১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস**
**কলকাতা - ৭০০০০১**

Indian Bank ALLAHABAD

**জোকা (ইউ) এবং হরিদেবপুর (আর), জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নতুন শাখার জন্য লিজে প্রেমিসেসের জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশ**

**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক জোকা (আরবান) জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হরিদেবপুর (রুরাল) জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা নগর, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় পরিমাপ পরিধি ১১০০ বর্গফুট থেকে ১২০০ বর্গ ফুট কার্পেট এরিয়া অগ্রাধিকার একতলায় ন্যূনতম পার্কিং সুবিধা সহ শাখা এবং আনুমানিক ১০০ বর্গফুট এটিএম স্থাপন এর জন্য (নির্মিত/নির্মীয়মান) ১৫ বছরের মেয়াদে লিজে অফিস প্রেমিসেসের মালিকগণের কাছ থেকে ২ ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল বিড) অধীন টেন্ডার আহ্বান করছে।

টেন্ডার ফর্ম নিম্নোক্ত ঠিকানায় **১৬.০৭.২০২৬ বেলা ১২ টা থেকে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ সন্ধে ৫ টা পর্যন্ত সময়ে ২৫০.০০ (অফেরতযোগ্য) ডিডি এর আকারে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর অনুকূলে দাখিল করে পাওয়া যাবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ০১.০৮.২০২৬ তারিখ সন্ধে ৫ টা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিস্তারিত পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট www.indianbank.in থেকে।**

ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব বাতিলের অধিকার রাখে।

স্বা/-
**জোনাল ম্যানেজার (ডিজিএম), ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**
**জোনাল অফিস কলকাতা সাউথ**

**তারিখ : ১৬.০৭.২০২৬**
**স্থান : কলকাতা**

ফর্ম জি
**জগভিক ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড**
**কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গে মাদক ব্যবসায় নিযুক্ত - এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান**
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

| ক্রম | | সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত |
|---|---|---|
| ১. | প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম | **জগভিক ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড** **প্যান :** AABCJ3996J **সিন :** U15520WB1998PTC086636 |
| ২. | রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা | দ্য মিলেনিয়াম, ২৩৫/২এ, এ জে সি বোস রোড, ৫ম তল, কলকাতা -৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ |
| ৩. | ওয়েবসাইটের ইউআরএল | প্রযোজ্য নয় |
| ৪. | অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত স্থানের বিস্তারিত | কলকাতা |
| ৫. | প্রধান পণ্য/পরিষেবার সংস্থাপিত ক্ষমতা | প্রযোজ্য নয় |
| ৬. | বিগত অর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা পরিমাণ এবং মূল্য | প্রযোজ্য নয় |
| ৭. | কর্মী /কর্মচারীর সংখ্যা | সিআইআরপি শুরুর তারিখ অনুযায়ী কোনও কর্মী/কর্মচারী ছিল না। |
| ৮. | বিগত দুই বছরের (তপশিল সহ) প্রাপ্ত শেষ অর্থিক প্রতিবেদনের বিস্তারিত, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা ইউআরএল তে উপলব্ধ | **লেনদেন :** ৯৯.৯৪ কোটি টাকা শেষ ৩১.০৩.২০১৪ তারিখে প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী। |
| ৯. | প্রস্তাব আবেদনকারীর উপযুক্ততা ইউআরএল তে প্রাপ্ত কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে | cirp.jogvick@gmail.com |
| ১০ | আগ্রহ প্রকাশক আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ | ৩০.০৭.২০২৬ |
| ১১ | সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনের সমায়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ | ০৯.০৮.২০২৬ |
| ১২ | সাময়িক তালিকা সম্পর্কে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ | ১৪.০৮.২০২৬ |
| ১৩ | সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীর চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ | ২৪.০৮.২০২৬ |
| ১৪ | তথ্য মেমোরান্ডাম,মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এর ইস্যুর তারিখ এবং সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের প্রস্তাব পরিকল্পনার অনুরোধ | ২৯.০৮.২০২৬ |
| ১৫ | প্রস্তাব পরিকল্পনা দাখিলের শেষ তারিখ | ২৮.০৯.২০২৬ |
| ১৬ | প্রক্রিয়া ইমেল আইডি- আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের জন্য | cirp.jogvick@gmail.com |
| ১৭. | এমএসএমই অনুযায়ী কর্পোরেট ডেটরের নথিভুক্তির বিস্তারিত | প্রযোজ্য নয় |

দ্রষ্টব্য : এনসিএলটি-এর প্রদত্ত ছাড়ের সাপেক্ষে 'ফর্ম জি' ইস্যু করা হয়।

স্বা/-
সিএ রঞ্জনা গুপ্তা
প্রস্তাব পেশাদার
জগভিক ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড
ইমেল আইডি : rgupta8991@gmail.com, cirp.jogvick@gmail.com মোবাইল নাম্বার : ৮০১৭১২৭৫৬১
আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02915/2024-2025/14494
এএফএ নং : AA1/14494/02/311226/108815 বৈধ ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত

**তারিখ : ১৫.০৭.২০২৬**
**স্থান : কলকাতা**

hindware
home innovation limited

# হিন্দওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেড

**CIN : L74999WB2017PLC222970**
**রেজিস্টার্ড অফিস:** ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
**ফোন:** +৯১ -৩৩-২২৪৮ ৭৪০৪/০৭
**ইমেল:** investors@hindwarehomes.com
**ওয়েবসাইট:** www.hindwarehomes.com

**ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/ অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্য**

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর প্রযোজ্য বিধানাবলি ও তৎসংশ্লিষ্ট বিধিমালা এবং এ বিষয়ে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক এমসিএ ('এমসিএ সার্কুলারস') ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে জারিকৃত সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৩/২০২৫ ও পূর্ববর্তী সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিগুলোর বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক, কোম্পানির সদস্যদের ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১৮ আগস্ট, ২০২৬, মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় (আইএসটি) ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লিখিত এমসিএ সার্কুলার অনুযায়ী, যে সকল সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি, রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') অথবা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের ('ডিপি') কাছে নিবন্ধিত রয়েছে, তাদের কাছে নবম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হবে। সদস্যরা শুধুমাত্র সিডিএসএল -এর প্রদত্ত ভিসি/ওএভিএম ব্যবস্থার মাধ্যমে এই বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন; এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কোম্পানি কর্তৃক সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের উপস্থিতি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারার অধীনে সভার কোরাম গণনার ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে।

সদস্যরা সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলোর ওপর ভোট প্রদানের জন্য সিডিএসএল -এর 'রিমোট ই-ভোটিং' এবং সভার চলাকালীন 'ই-ভোটিং' সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন; এ সংক্রান্ত পদ্ধতি ও নির্দেশাবলি সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য কোম্পানির ৯ম বার্ষিক প্রতিবেদনের ই-কপি যার সাথে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, আর্থিক বিবরণী এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত থাকবে; কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট www.hindwarehomes.com এবং যেসব স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির সিকিউরিটিজ তালিকাভুক্ত রয়েছে তাদের ওয়েবসাইটগুলোতে www.nseindia.com ও www.bseindia.com পাওয়া যাবে।

এমসিএ-এর সার্কুলার এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর বিধান অনুযায়ী, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং উল্লিখিত বার্ষিক প্রতিবেদনের কোনো হার্ড কপি বা মুদ্রিত অনুলিপি কোনো সদস্যের কাছে পাঠানো হবে না। যেসব সদস্য এখনও তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে কোম্পানির কাছ থেকে ইলেকট্রনিক যোগাযোগ বা বার্তা পাওয়ার সুবিধার্থে কোম্পানি অথবা আরটিএ-এর কাছে এই তথ্যগুলো নিবন্ধন করার জন্য। ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সদস্যদের নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে :

- **যেসব সদস্যের কাছে ফিজিক্যাল বা ভৌত আকারে শেয়ার রয়েছে:** অনুগ্রহ করে কোম্পানির আরটিএ অর্থাৎ মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর সাথে "contact@mdplcorporate.com" ঠিকানায় যোগাযোগ করে আপনার ই-মেইল ঠিকানাটি আপডেট করুন। যেসব সদস্য কোম্পানির ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে তাদের ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করবেন, তারা এই সভায় ই-ভোটিং-এর সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তির সফট কপি এবং রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার বিবরণসহ ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ডের জন্য অনুরোধ জানাতে পারেন। কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে, সদস্যরা কোম্পানির আরটিএ-এর সাথে "contact@mdplcorporate.com" ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।
- **যেসব সদস্যের কাছে ডিম্যাট আকারে শেয়ার রয়েছে:** সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাদের ডিপি -র সাথে যোগাযোগ করতে এবং সংশ্লিষ্ট ডিপি-র নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ই-মেইল ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করতে।

**পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে**
**হিন্দওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেড-এর পক্ষে**
স্বা/-
**পায়েল এম পুরী**
**কোম্পানি সেক্রেটারি**
**সদস্যপদ নং এ১৬০৬৮**

**স্থান : কলকাতা**
**তারিখ : ১৫ জুলাই, ২০২৬**

**মধুসালা ড্রিঙ্কস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)**
CIN : U15520WB1991PTC052155
লিকুইডেটরের ঠিকানা : [illegible] কলকাতা - ৭০০০২০
রেজিস্টার্ড অফিস : [illegible]
ই-মেল : ip.jitulohia@gmail.com, ip.jitulohia@knjainco.com

**বিক্রয় নোটিশ ২০২৬ ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে**

[illegible]

**বিক্রয় অধীন সম্পদের বিবরণ :** [illegible] ০২.০৫.২০২৩, খ) সমুদয় অবশিষ্ট অধিকার ভূমি এবং ভূমি সংস্কার বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর বিরুদ্ধে দাখিলকৃত আবেদন অনুযায়ী লিজের পুনর্নবীকরণ ৩ (তিন) একর জমি, বর্তমানে মহামান্য এনসিএলটি , কলকাতা বেঞ্চ, আই এ নং ২৩৫০/কেবি/২০২৪ বিচারাধীন এবং গ) কোনও অবশিষ্ট সম্পদ কর্পোরেট ডেটরের সম্পর্কিত।

**বায়না জমা দাখিল : ৫০,০০০ টাকা ( পঞ্চাশ হাজার টাকা)-ফেরতযোগ্য।**

**টেন্ডার দাখিলের তারিখ : ০৩.০৮.২০২৬, ইএমডি : ০১.০৮.২০২৬ ইওআই এবং উপযুক্ততার নথি ২৭.০৭.২০২৬**

**নিলাম প্রক্রিয়ার জন্য দ্রষ্টব্য :**

১. কর্পোরেট ডেটরের এনআরআরএ অনুযায়ী অবশিষ্ট সম্পদের বিক্রির জন্য ন্যূনতম সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারিত হয়নি। আগ্রহী ডাকদাতারা তাদের প্রস্তাব যথাযথভাবে সিলকরা খামে ন্যূনতম ইএমডি পরিমাণ উল্লিখিত মতে সহ দাখিল করবেন। ডাক পরিমাণ গ্রহণ, অনুমোদন এবং ঘোষণা সফল ডাকাদাতার সম্পদের জন্য কমিটি অব ক্রেডিটরস সিওসি/ স্টেকহোল্ডারস কনসালটেশন কমিটি (এসসিসি) এর অনুমোদন সাপেক্ষে এবং লিকুইডেটর এবং/বা সিওসি/এসসিসি সংশ্লিষ্ট পরিমাণ সন্তোষজনক নয় বিবেচনায় ডাকদাতার সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে পুনরায় ডাক দেওয়ার অধিকারী।

২. আগ্রহী আবেদনকারীগণ বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি, ডাক ফর্ম, যোগ্যতার উপযুক্ততা, ডাকদাতাদের ঘোষণা, ইএমডি আবশ্যকতা ইত্যাদির জন্য তথ্য প্রক্রিয়া নথি (ইওআই) দেখতে পারেন যা ip.jitulohia@gmail.com উপলব্ধ।

৩. সম্ভাব্য ডাকদাতাগণ ইমেল মাধ্যমে ip.jitulohia@gmail.com ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোডের ধারা ২৯এ অধীনে উপযুক্ততার ঘোষণা সহ আবশ্যক নথিসমূহ দাখিল করবেন।

৪. সম্ভাব্য ডাকাদাতাগণ বায়না জমা দাখিল করবেন কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নির্ধারিত শেষ তারিখের মধ্যে সম্ভাব্য ডাকদাতাগণ কর্তৃক অনুরোধক্রমে অংশগ্রহণের জন্য ip.jitulohia@gmail.com ইমেল মাধ্যমে ।

৫. ক্লজ ২ উল্লিখিত মতে ঘোষণায় সম্ভাব্য ডাকাদাতাকে জানাতে হবে প্রযোজ্য মতে কোডের ধারা ২৯এ অধীনে কোনও ক্ষেত্রেই অনুপযুক্ততার সম্মুখীন হননি। সম্ভাব্য ডাকদাতাগণ আরও অবগত হোন কোন্য স্তরে অনুপযুক্ত প্রমাণ হলে ইএমডি কোডের সংস্থান সংশ্লিষ্ট মতে বাজেয়াপ্ত হবে।

৬. স্পষ্টীকরণ করা হচ্ছে যে সম্ভাব্য ডাকদাতাগণকেই তাদের প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে যা কোনও মতেই কোনও প্রকার দায়বদ্ধতা লিকুইডেটর বা কোম্পানির তরফে বিক্রির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে না। লিকুইডেটর তার ক্ষমতা বলে যেকোনও নিয়ম এবং শর্ত এবং ডাকের সময়সীমা সম্প্রসারণ/বিলম্বিত/বাতিল এবং/বা সংশোধন, বাতিল করতে পারেন দেউলিয়া প্রক্রিয়ার স্বার্থে এবং কোনও কারণ না দেখিয়েই বা পূর্ব নোটিশ ব্যতীতই বিক্রয় প্রক্রিয়ার যেকোনও পর্যায়ে ডাক বাতিল করার অধিকার রাখেন।

৭. বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদিত হবে "**যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত** "।

স্বা/-
**জীতেন্দ্র লোহিয়া-লিকুইডেটর**
**মধুসালা ড্রিঙ্কস প্রাইভেট লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্ত**
**রেজি নং আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি০০১৭০/২০১৭-১৮/১০৩৩৯**
**তারিখ : ১৫.০৭.২০২৬ রেজিস্টার্ড ই-মেল আইডি : ip.jitulohia@gmail.com/jitulohia@knjainco.com**
**স্থান : কলকাতা এএফএ নং এএ১/১০৩৩৯/০২/৩০০৬২৭/১০৯১২৯ বৈধ ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত**

**Delivery Mode: Registered**

**IN THE SUPREME COURT OF INDIA**
**CIVIL APPELLATE JURISDICTION**
**SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) No. 2579 OF 2026**

SETHIA OIL INDUSTRIES LIMITED
... Petitioner(s) / Appellant(s)
VERSUS
NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, AND ANOTHER
... Respondent(s)

**To,**

**1 PRITAM SINGH, CARRYING ON BUSINESS UNDER THE NAME AND STYLE OF "AMRIT TRANSPORT" AS SOLE PROPRIETOR THEREOF AND HAVING HIS OFFICE AT VILLAGE AND POST OFFICE- ARGORI, N.H. NO. 6, JANGALPUR, ANDUL, HOWRAH-711302.**

**PID: 175832/2026 FOR R[2] IN SLP(C) NO. 2579/2026 (SEC XVI)**

WHEREAS the Petition for Special Leave to Appeal above mentioned alongwith application for **Condonation of Delay in filing** filed in the Registry by **Mr. ROHIT AMIT STHALEKAR**, Advocate on behalf of the Petitioner(s) above named was listed for hearing before this Court on **12th January, 2026**, when the Court was pleased to pass the following order:-

**"1. Heard the Learned Senior Counsel appearing for the petitioner.**
**2. Delay condoned.**
**3. Issue notice, returnable in four weeks.**
**4. Dasti service, in addition, is permitted."**

AND WHEREAS, the matter above-mentioned was again listed before **Ld. Registrar's Court on 13th July, 2026**, when the following order was passed:-

**"Opportunity of Respondent No. 1 to file counter affidavit has already been declined.**

**Ld. Counsel for the petitioner has cured the defects in the application for substituted service in respect of Respondent No. 2. Application is hereby allowed. Ld. Counsel for the petitioner to file affidavit alongwith proof of publication within two weeks.**

**List again on 14.08.2026.**

**Copy of this Record of Proceeding be furnished to the concerned Ld. Advocate-on-record for information and compliance."**

NOW, THEREFORE, TAKE NOTICE that the above petition will be posted for hearing before this Court in due course and you may enter appearance before this Court either in person or through an advocate on record of this Court duly appointed by you in that behalf within 30 days from the date of service of notice.You may thereafter show cause to the Court on the day that may subsequently be specified as to why delay in filing SLP be not condoned and Special Leave Petition as prayed be not granted and the resultant appeal be not allowed.

You may file your affidavit in opposition to the petition as provided under Rule 14(1) of Order XXI, S.C.R.2013 within 30 days from the date of receipt of notice or not later than 2 weeks before the date appointed for hearing, whichever be earlier, but shall do so only by setting out the grounds in opposition to the questions of law or grounds set out in the SLPs and may produce such pleadings and documents filed before the Court/Tribunal against whose order the SLP is filed and shall also set out the grounds for not granting interim order or for vacating interim order if already granted.

TAKE FURTHER NOTICE that if you fail to enter appearance as aforesaid, no further notice shall be given to you even after the grant of special leave for hearing of the resultant appeal and the matter above mentioned shall be disposed of in your absence.

Dated : **14th July, 2026**
Sd/-
ASSISTANT REGISTRAR

**Important Notice**
**LEGAL AID**

(1) Legal Services of an advocate is provided by the Supreme Court Legal Services Committee and the Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Society to eligible litigants.

**Litigants having Income upto Rs. 12 lakh per annum can avail partial legal aid through Committee and the Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Society to eligible litigants.**

For further information, please contact the Secretary, Supreme Court Legal Services Committee or the Member Secretary, Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Society, 107-108, Lawyers' Chambers, R.K. Jain Block-Near Post Office, Supreme Court Compound, Tilak Marg, New Delhi-110001 (Tel Nos. 011-23116353,23116354 (Additional Building Complex) and 011-23381257 (Front Office))

**MEDIATION**

(2) The facility of amicable settlement of disputes by trained mediators in cases pending in the Supreme Court is now available in the Supreme Court.

For further information, please contact the Coordinator, Supreme Court Mediation Centre,109, Lawyers' Chambers, R.K. Jain Block- Near Post Office, Supreme Court Compound, Tilak Marg, New Delhi-110001 (Tel No. 011-23071432)

**বিক্রয়/ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি**
**গ্লেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড - দেউলিয়াগ্রস্ত**
**CIN: U45400WB2008PTC131298**
**রেজিস্টার্ড ঠিকানা : হোমল্যান্ড, ১৮বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ৪র্থ তল, ইউনিট - ৩১৬, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০২০**
**লিকুইডেটর - শ্রীমতী বৃন্দা বিদাসারিয়া**
**রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02818/2023-2024/14329**
**লিকুইডেটরের ঠিকানা : সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, ২য় তল, ইউনিট ১০৭, কলকাতা-৭০০০১৩**
**ইমেল : liquidation.gipl@gmail.com যোগাযোগ নং ৯৮৮৩৩৩৯৮৮২**

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩২-এর ক্লজ (এ), রেগুলেশন ৩৩-এর সাব-রেগুলেশন (১) এবং শিডিউল I অনুসারে, মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক C.P. (IB)/185(KB)/2018 এবং IA (IBC)/1110(KB)/2025 মামলায় ২৭ জানুয়ারী ২০২৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে নিযুক্ত লিকুইডেটর শ্রীমতী বৃন্দা বিদাসারিয়া দ্বারা কর্পোরেট দেনাদারের সম্পদসমূহকে "স্বতন্ত্র ভিত্তিতে সম্পদ" হিসাবে **https://ibbi.baanknet.com** ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিক্রয়।

| বিবরণ | ই-নিলাম |
|---|---|
| সম্পদের ধরন | কর্পোরেট ডেটর - স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে সম্পদের বিক্রি ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুউডেশন প্রসেস রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে, গ্লেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড - এর সম্পদ স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে' এবং ' পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' বিক্রি করা হবে। |
| ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি এবং বিক্রয় নোটিশ এর প্রকাশনার তারিখ | ১৬.০৭.২০২৬ |
| আগ্রহী ডাকদাতারা ২৯এ অধীনে উপযুক্ততার নথি সহ অনলাইনে ডাক আবেদন দাখিলের তারিখ | ১৭.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টা থেকে ০৮.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। |
| বিক্রয় অধীন সম্পদের অবধারণ এবং পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় (আগাম নিবন্ধন সাপেক্ষে) | ১৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে ০২.০৮.২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। |
| আগ্রহী ডাকদাতাদের বায়না দাখিলের তারিখ এবং সময় | ১৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে ০৮.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত |
| ই-নিলামের তারিখ এবং সময় | সোমবার ১০.০৮.২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টা থেকে বেলা ২ টা পর্যন্ত (প্রতিটি অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) |
| সর্বোচ্চ ডাকদাতার নাম ঘোষণা | ১৩.০৮.২০২৬ |
| সফল ডাকদাতার নাম ঘোষণা | সম্ভাব্য ১৭.০৮.২০২৬ তারিখ |
| লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল | সিদ্ধা ওয়েস্টার্ন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, ২য়তল, ইউনিট ১০৭, কলকাতা - ৭০০০১৩। ইমেল : **liquidation.gipl@gmail.com** |

**(পরিমাণ টাকায়)**

| নিলাম রেফা | সম্পদের বিবরণ | সংরক্ষিত মূল্য | ইএমডি পরিমাণ | বর্ধিতকরণ মূল্য |
|---|---|---|---|---|
| ই-নিলাম | অ্যাপার্টমেন্ট নং ৩০১, ৪র্থতল, টাওয়ার নং এ২, ইডেন সিটি মহেশতলা, অবস্থিত বি১-৯০/এ/১/নিউ, বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, মৌজা- সারঙ্গাবাদ এবং পুটখালি, কলকাতা- ৭০০১৪১। | আইএনআর ১৯,৮০,০০০ টাকা | আইএনআর ১,৯৮,০০০ টাকা | আইএনআর ৫০,০০০ টাকা |

সংরক্ষিত মূল্য কর, জিএসটি, টিডিএস, অন্যান্য শুল্ক, চার্জ, ডিউটি, হস্তান্তর ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি, প্রিমিয়াম ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত নয়। ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে না।

**গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য :**

১. আগ্রহী দরদাতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে **https://ibbi.baanknet.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে। সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন **support.baanknet@psballiance.com** / মোবাইল নম্বর +৯১ ৮২৯১২২০২২০।

২. লিকুইডেটর-এর যোগাযোগের বিবরণ শ্রীমতী বৃন্দা বিদাসারিয়া, ইমেল **liquidation.gipl@gmail.com**, যোগাযোগ নম্বর ৯৮৮৩৩৩৯৮৮২।

৩. সম্পত্তির বিবরণ, অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণা/অঙ্গীকারপত্র ফরম্যাট, নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী সম্বলিত বিস্তারিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি **https://ibbi.baanknet.com** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

৪. আগ্রহী দরদাতারা, তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে, সম্পত্তির মালিকানা, ইজারা ভাড়া (যদি থাকে), স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বকেয়া ইত্যাদি বিষয়ে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করবেন এবং উপরোক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইজারা হস্তান্তর চার্জ (যদি থাকে) বহন করবেন এবং নিজ খরচে সম্পত্তি পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হবেন। সম্ভাব্য দরদাতারা লিকুইডেটর এবং তার দলের সাথে যোগাযোগ করে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপরে উল্লিখিত সম্পদগুলোর বিস্তারিত পরিদর্শন করতে পারবেন।

৫. বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি অবশ্যই ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথির সাথে পড়তে হবে এবং তাতে উল্লিখিত শর্তাবলীতে সম্মত হতে হবে, যা **https://ibbi.baanknet.com** -এ পাওয়া যাবে।

৬. সম্ভাব্য দরদাতা শুধুমাত্র ব্যাংকনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দেবেন।

৭. সম্ভাব্য দরদাতারা ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি কোডের ধারা ২৯এ-এর অধীনে যোগ্যতার ঘোষণাসহ প্রয়োজনীয় নথি ইলেকট্রনিক নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জমা দেবেন।

৮. **যদি সর্বোচ্চ দরদাতাকে অযোগ্য বলে প্রমাণিত করা হয়, যার মধ্যে উপরে ক্রমিক ৬-এ উল্লিখিত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত, তবে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) বাজেয়াপ্ত করা হবে।**

৯. যদি লিকুইডেটর পরামর্শ কমিটির সাথে পরামর্শ করে সর্বোচ্চ দরদাতাকে অযোগ্য বলে মনে করে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তিনি পরামর্শ কমিটির সাথে পরামর্শ করে, প্রবিধানের (১২এ) থেকে (১২ ই) ধারায় প্রদত্ত একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরবর্তী সর্বোচ্চ দরদাতাকে সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করতে পারেন।

১০. সফল দরদাতা নিলামে তোলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/লিজ হস্তান্তর চার্জ, ফি ইত্যাদি এবং সমস্ত স্থানীয় কর, শুল্ক, হার, মূল্যায়ন চার্জ, ফি, রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ ইত্যাদি বহন করবেন।

১১. ই-নিলাম অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে **https://ibbi.baanknet.com**-এ "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**", "**যেমন অবস্থায় আছে**" এবং "**কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" পরিচালিত হবে।

১২. বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ও বিক্রয় নথিপত্রের সংশোধন পোর্টালে পাওয়া যাবে।

বৃন্দা বিদাসারিয়া
লিকুইডেটর
মেসার্স গ্লেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধীনে)
রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P-02818/2023-2024/14329
এএফএ ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত বৈধ
লিকুইডেটরের ঠিকানা : সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, ২য় তল, ইউনিট ১০৭, কলকাতা-৭০০০১৩

**তারিখ : ১৬.০৭.২০২৬**
**স্থান : কলকাতা**

**নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড**
**(পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)**
**নিবন্ধিত কার্যালয় : 'বৈভব' ৪এফ, ৪, লি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০**
**CIN : L74300WB1983PLC036342**
**ফোন নম্বর : ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/ ৭৪০১/৭৪০২**
**ই-মেইল : ncml@nexomegroup.com, smifcap@gmail.com**
**ওয়েবসাইট : www.nexomecap.com**

**বিজ্ঞপ্তি**

১. নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড (পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)-এর ('কোম্পানি') সদস্যদের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২০২৬ সালের ১১ আগস্ট, মঙ্গলবার সকাল ১১টায় ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (ভিসি/ওএভিএম) সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ)-এর সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৩/২০২৫, ৯/২০২৪, ৯/২০২৩, ১০/২০২২, ০২/২০২২, ০২/২০২১, ২০/২০২০, ১৪/২০২০, ১৭/২০২০ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-র বিজ্ঞপ্তি নম্বর SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 (পরবর্তীতে একত্রে 'বিজ্ঞপ্তি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর বিধান অনুযায়ী, কোম্পানিগুলোকে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম আয়োজন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাই, ২৫ মে ২০২৬ তারিখের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে কোম্পানির এজিএম-টি ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে আয়োজন করা হচ্ছে।

২. উক্ত বিজ্ঞপ্তিগুলোর বিধান মেনে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-২০২৬-এর ইলেকট্রনিক কপি সেইসব সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানির বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এই নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.nexomecap.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল')-এর ওয়েবসাইট www.cdslindia.com-এও পাওয়া যাচ্ছে। ১৫ জুলাই, ২০২৬ তারিখে ইমেইলের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

৩. 'কাট-অফ' তারিখ (৪ আগস্ট, ২০২৬) অনুযায়ী যে সকল সদস্য ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ইলেকট্রনিক) উভয় পদ্ধতির যেকোনো একটিতে শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁরা এজিএম এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলির ওপর সিডিএসএল-এর ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ('রিমোট ই-ভোটিং') ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারবেন।

সদস্যদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে :

ক. বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি রিমোট ই-ভোটিং বা সভার সময় ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে;

খ. রিমোট ই-ভোটিং কার্যক্রম ৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে (সকাল ৯টায়) শুরু হবে;

গ. রিমোট ই-ভোটিং কার্যক্রম ১০ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে (বিকাল ৫টায়) শেষ হবে;

ঘ. রিমোট ই-ভোটিং বা সভার সময় ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য 'কাট-অফ তারিখ' ৪ আগস্ট, ২০২৬;

ঙ. ১০ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৫টার পর রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে;

চ. বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর কোনো ব্যক্তি যদি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্য হন এবং 'কাট-অফ তারিখ' অর্থাৎ ৪ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তবে তিনি compliance@mdplcorporate.com বা mdpldc@yahoo.com-এ অনুরোধ জানিয়ে লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, কোনো ব্যক্তি যদি ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যে সিডিএসএল-এ নিবন্ধিত থাকেন, তবে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যাবে;

ছ. সদস্যরা অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন ক) ১০ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫টার পর সিডিএসএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে; কোনো প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদানের পর সদস্য আর তা পরিবর্তন করতে পারবেন না; খ) বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট প্রদানের সুবিধাও থাকবে; যেসব সদস্য VC/OAVM-এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং যারা ইতিপূর্বে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি (এবং অন্য কোনো কারণে ভোট প্রদানে বাধাগ্রস্ত নন), তারা সভার সময় ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন; গ) যেসব সদস্য সভার আগেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন ঠিকই, কিন্তু পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না; এবং ঘ) শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিরাই রিমোট ই-ভোটিং বা সভায় ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন, যাদের নাম 'কাট-অফ ডেট'-এ (নির্ধারিত তারিখে) সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত 'বেনিফিশিয়াল ওনার্স'-এর রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

জ. ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ও ফিজিক্যাল পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণকারী সদস্য এবং যাঁদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়;তাঁদের সবার জন্য দূরবর্তী বা রিমোট ভোটিং-এর পদ্ধতি এজিএম -এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। সদস্যদের এই সংক্রান্ত তথ্যের জন্য www.nexomecap.com ওয়েবসাইটটি দেখার অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঝ. যেসব সদস্যের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়, তাঁদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়া, ফিজিক্যাল পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট; মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১; টেলিফোন ০৩৩-২২৪৮২২৪৮; ফ্যাক্স ০৩৩-২২৪৮৪৭৮৭; ইমেল compliance@mdplcorporate.com / mdpldc@yahoo.com-এর কাছে নিজেদের ইমেল ঠিকানা আপডেট বা হালনাগাদ করেন। এর ফলে তাঁরা ৪৩তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলি, ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের নির্দেশাবলি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-২০২৬-এর প্রতিলিপি বা কপি সময়মতো পেতে পারবেন।

ঞ. ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ বা সমস্যা থাকলে সদস্যরা শ্রী অর্ঘ্য মজুমদার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, সিডিএসএল, ইউনিট নং A1 (II) এবং A1 (III), ব্লক, ২য় তল, ২২, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬ বা ইমেল আইডি ArghyaM@cdslindia.com; ফোন নম্বর ৯১৯৮৩০০৮২২৯১ -এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়া helpdesk.evoting@cdslindia.com-এও এ সংক্রান্ত প্রশ্ন পাঠানো যেতে পারে।

**ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে**
**নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডএর পক্ষে**
**(পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)**
স্বা/-
**(সঞ্জনা গুপ্তা)**
**কোম্পানি সেক্রেটারি তথা কমপ্লায়েন্স অফিসার**

**স্থান : কলকাতা**
**তারিখ : ১৬ জুলাই, ২০২৬**

# তিন তৃণমূল নেতাকে ডিম-থেরাপি থেকে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** একদিকে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘেরাও ও ডিম থেরাপি। অন্যদিকে ল্যাম্পপোস্টে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয় তৃণমূল প্রধান ও উপপ্রধানকে। এই ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশি নিরাপত্তায় থানায় নিয়ে যাওয়া হল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার ও গৌরহাটি দুই নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধান যদুনাথ সিং ও উপপ্রধান শিবশঙ্কর দত্তকে। এদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ শিশিরবাবুর বাড়ির সামনে বিক্ষোভে সামিল হন। বিক্ষোভ চলাকালীন তাঁর উদ্দেশে ডিম ছোড়ার অভিযোগও ওঠে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর পেয়ে আরামবাগ

থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং নিরাপত্তার স্বার্থে শিশির সরকারকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই শিশির সরকারের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অনিয়মের অভিযোগ জমা হচ্ছিল। অভিযোগের তালিকায় রয়েছে গরিব মানুষের জমি জোর করে দখল, বিজেপি সমর্থক হওয়ার জন্য রেশন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া, গাছ কেটে বিক্রি, তোলাবাজি, মারধর এবং এক মহিলার বাড়িতে লোক পাঠিয়ে নিগ্রহের মতো গুরুতর অভিযোগ। এই সমস্ত অভিযোগের প্রতিবাদেই এদিন এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন বলে দাবি স্থানীয়দের। ঘটনার জেরে গোটা কাপশীট এলাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে। বিজেপি নেতা স্বরাজ ঘোষ বলেন, 'গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করে বিরোধীদের ভয় দেখানোর রাজনীতি আর মানুষ মেনে নিচ্ছেন না। সাধারণ মানুষ নিজেরাই প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন। আমরা চাই প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করুক এবং দোষীদের আইনের আওতায় আনুক। শিশির সরকার লোক পাঠিয়ে আমার দাঁত ভেঙে দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলাম। কেউ বাঁচাতে আসেনি। এমনই প্রতাপ ছিল ওই তৃণমূল নেতা। পুলিশ এবার আইনত ব্যবস্থা নিক।' আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ বলেন, 'জনরোষের কারনে এই সব হচ্ছে। ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসার সাথে যুক্ত আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার ও গৌরহাটি দুই নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধান যদুনাথ সিং ও উপপ্রধান শিবশঙ্কর দত্ত। আইন মেনে পুলিশ তদন্ত করে ব্যবস্থা নিক।' সবমিলিয়ে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরামবাগের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। বিরোধীদের দাবি, এই ঘটনা রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। অন্যদিকে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

*পশ্চিমবঙ্গে ভারত সরকারের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান সিআইপিইটি, হলদিয়ায়, পিএম-অজয় (প্রধানমন্ত্রী অনুসূচিত জাতি অভ্যুদয় যোজনা) প্রকল্পের আওতায় তফসিলি জাতি (এসসি) যুবকদের জন্য আবাসিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন হলদিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রদীপ কুমার বিজলী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন ও অর্থায়ন নিগম-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপেট, হলদিয়ার প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর ও প্রধান পি. কে. সাহু, সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার অরিন্দম পাত্র, কে. সি. মণ্ডল, অফিসার (ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস) তুষার চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অফিসার প্রিয়াঙ্ক আদওয়ানি, এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, আধিকারিক ও কর্মচারীবৃন্দ।*

# শিলিগুড়ি থেকে নাগাল্যান্ডের সামরিক শক্তির প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন সেনাপ্রধান

**নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি:** ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরজ শেঠ বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং পূর্ব ভারতের সেনাবাহিনীর কার্যক্রম-সংক্রান্ত প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে ইস্টার্ন কমান্ড বা পূর্ব কমান্ড পরিদর্শন করেন। সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরজ শেঠ ইস্টার্ন কমান্ডের সামরিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে দুদিনের সফরে আসেন। ২০২৬ সালের ১৪ ও ১৫ জুলাই 'ত্রিশক্তি কোর' পরিদর্শনের সময় সেনাপ্রধানকে 'ইস্টার্ন কমান্ড'-এর অপারেশনাল বা কার্যক্রম-সংক্রান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ত্রিশক্তি কোরের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং তাঁকে সামরিক মোতায়েন, নজরদারি ব্যবস্থা এবং বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। এছাড়া জেনারেল ধীরজ শেঠ প্রযুক্তি আত্মীকরণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাহিনীর আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগগুলি পর্যালোচনা করেন। বুধবার ১৫ জুলাই সেনাপ্রধান উত্তরবঙ্গের বেংডুবি মিলিটারি স্টেশন পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা মূল্যায়ন করেন এবং অপারেশনাল লজিস্টিকস বা কার্যক্রম-সহায়ক ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করেন। এই দিন শিলিগুড়ির ১১১ এরিয়া (বেংডুবি) পরিদর্শনের সময় আইজি (এফটিআর) শিলিগুড়ি, শ্রী বন্দন সাক্সেনা, সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরজ শেঠ (পিভিএসএম, ইউওয়াইএসএম, এভিএসএম)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় সেনাপ্রধানকে ভারত-নেপাল ও ভারত-ভুটান সীমান্তের সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি, সেনাবাহিনী ও এসএসবি-র যৌথ প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক কার্যক্ষমতা ও সমন্বয়ের বিষয়ে অবহিত করা হয়। জেনারেল ধীরাজ শেঠ পরবর্তী সময় স্পিয়ার কোর পরিদর্শন করেন এবং এর সামরিক প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁকে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা পরিবর্তনশীল পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে আন্তঃসংস্থা সমন্বয় এবং যুদ্ধ প্রস্তুতি আরও বাড়ানোর জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করেন। স্পিয়ার কোর যার সদর দপ্তর নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরের রাঙ্গাপাহার মিলিটারি স্টেশনে অবস্থিত। এটি মূলত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহ বিশেষ করে নাগাল্যান্ড, মণিপুর, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরায় বিদ্রোহ-দমন অভিযান, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগকালীন ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। এই অঞ্চলে উত্তর-পূর্ব জুড়ে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গৃহীত সামাজিক উদ্যোগগুলোও পর্যালোচনা করেন। সেনাপ্রধান সৈন্যদের সঙ্গে আলাপচারিতায় সতর্কতা, আত্মনির্ভরতার উপর ভিত্তি করে তাঁর ভবিষ্যত রূপরেখা তুলে ধরেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই নীতিগুলি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দ্রুত অভিযোজনযোগ্য এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকতে সক্ষম করবে এবং একই সঙ্গে মোদী সরকারের ভারত ভিশন ২০৪৭-এ অবদান রাখবে। সেনাপ্রধান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দায়িত্ব পালনকালে সকল পদমর্যাদার সৈন্যদের পেশাদারিত্ব, উচ্চ মনোবল, শত্রু দমন এবং অটল প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করেন।

# সুজাপুরে নৃশংসভাবে স্বামী খুন, আটক স্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** আবারও নৃশংসভাবে কালিয়াচক থানার সুজাপুরে খুন হলেন এক ব্যবসায়ী। মঙ্গলবার মধ্যরাতে এই খুনের ঘটনার বিষয়টি বুধবার সকালে জানাজানি হতেই গোটা এলাকায় তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। যদিও খুনের ঘটনার পর গভীর রাতেই তদন্তে যায় কালিয়াচক থানার পুলিশ। মৃতের স্ত্রীর মুখ থেকে অসংলগ্ন কথাবার্তা শোনার পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পুরনো কোনও শত্রুতা এবং পরকীয়া সম্পর্কের জেরে এই খুনের ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রহিমুল শেখ (৩০)। তিনি পেশায় প্লাস্টিক ব্যবসায়ী এবং সুজাপুরের একটি ধরম কাটায় ম্যানেজারি করতেন। মৃতের স্ত্রী মুস্তান খাতুন এবং তাদের এক সাত মাসের কন্যা সন্তান রয়েছে। গত দুবছর আগেই বিয়ে হয়েছিল রহিমুলের। কিন্তু এই খুনের ঘটনাটি নিয়েই চরম ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এদিন রাতে তদন্তে গিয়ে পুলিশ দেখতে পায় মৃতের দেহ শোবার ঘরের বিছানায় পড়ে রয়েছে। মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। বিছানার একাংশ রক্তে ভিজে গিয়েছে। পাশাপাশি মশারির একটি দিক একদম গোল ভাবে মাপ করে কাটা রয়েছে। আর বিছানার যেখানে ওই ব্যক্তির দেহ পড়েছিল তার পাশেই রয়েছে লোহার গ্রিল দেওয়া জানালা। পুলিশি আটক হওয়ার আগে মৃতের স্ত্রী মুস্তান খাতুন বলেন, এদিন ক্লান্ত অবস্থায় এসে তার স্বামী খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ে। কারো সাথে কথাও বলে নি। রাত সাড়ে বারোটার সময় স্বামীর আওয়াজ পেয়ে ধরপরিয়ে উঠি। ঘরের লাইট জ্বালাতেই দেখি গোটা বিছানা রক্তে ভেসে গিয়েছে। আর পাশের জানালা দিয়ে তিনজন মোবাইলে আলো জ্বালিয়ে দেখছে। চিৎকার করতেই ওরা পালিয়ে যায়। তারপরে এলাকা জুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। মৃতের দাদা মহম্মদ আনারুল শেখ বলেন, 'ভাইকে কেন খুন করা হলো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার ভাইয়ের জমি, জায়গা কেনার খুব শখ রয়েছে। বেশ কিছু জমিও সে কিনেছিল। ব্যবসার পাশাপাশি একটি ধরমকাটায় ম্যানেজার হিসেবেও কাজ করতো। কোনো শত্রু ছিল না। কারা মারলো পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখুক।' প্রশ্ন হচ্ছে এই ঘটনাটি যখন ঘটছে স্বামীর পাশেই ঘুমিয়ে ছিলেন স্ত্রী। তিনি তখন জানতে পারলেন না কেন? পাশাপাশি অন্ধকারের মধ্যে নিখুঁতভাবে গোল করে মশারি কাটা এবং জানালার থেকে বিছানার কিছুটা দূরত্বে কিভাবে হাত ঢুকিয়ে অস্ত্র দিয়ে হামলা চালালো দুষ্কৃতীরা সেটাও ভাবিয়ে তোলার মতো। কিন্তু মৃতের স্ত্রীর এমন অসংলগ্ন কথাবার্তাতেই তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে।

# মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করলে ডিম খেতে হয়, জেলেও যেতে হয়: দিলীপ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করলে ডিমও খেতে হয় দিলেও যেতে হয়। বুধবার মায়াপুর ইসকনে রথযাত্রা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার আগে মায়াপুর মরে দাঁড়িয়ে এমনই বিস্ফোরক কথা বললেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। দিলীপ ঘোষ এও জানান, 'বাংলার মানুষ আগে ডিম খেয়েছে লাঠি খেয়েছে গালাগালি খেয়েছে মিথ্যে কেস খেয়েছে তবুও প্রত্যাঘাত করছেন না। ডিম খাইয়ে যোগ্য জবাব দিচ্ছে। ইট, পাটকেল মারলে দোষ হতো, এত দিনের মানুষের যা রাগ ছিল জমে, তা মানুষ উগড়ে দিয়েছে। তারই প্রতিক্রিয়া হচ্ছে।' বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি এমনও বার্তা দেন, প্রশাসনের সঙ্গে থেকে মানুষকে উন্নয়নের স্বাদ দেওয়া। তিনি বলেন, 'আপনারা যে লড়াই জারি রেখেছেন পশ্চিমবাংলাকে সোনার বাংলা বানানোর লড়াই করবেন। বহু কর্মী চলে গেছেন, মারা গেছেন যারা এই দিনটা দেখতে পায়নি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পশ্চিমবাংলার নতুন সরকারকে সুগমভাবে কাজ করার সুযোগ দেব। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে দিনরাত এক করে যেভাবে কাজ চলছে আমরা এটাই চাইছিলাম। দিল্লি থেকে অনেক টাকা এসেছে কাজ করার জন্য কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধানরা সব পালিয়ে গেছে বাড়িঘর ছেড়ে যাতে আমরা কোন রকম কাজ না করতে পারি।' দিলীপ ঘোষ এও বলেন, 'এক আধটা ডিম খান তাতে আপত্তি নেই, যেদিন বাড়িতে আদলা ইট পড়বে তখন বুঝতে পারবেন।'

# শিল্পের জমিতে শিল্প হওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ কৃষকদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি:** শিল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা জমিতে শিল্প হোক, হোক কর্মসংস্থান। কৃষকদের ন্যায্য দাম দেওয়া হোক জমির। এই দাবিকে সামনে রেখে বীরভূমের সিউড়িতে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন দিল বোলপুরের শিবপুর জমিহারা কৃষক সংগ্রাম মঞ্চ। তাদের দাবি ২০০২ সালে তৎকালীন বাম সরকার শিল্প করার জন্য শিবপুরে অধিগ্রহণ করেছিল এই জমি। পরবর্তী ক্ষেত্রে সেখানে শিল্প হয়নি। পাশাপাশি অধিগ্রহণ করা জমির নির্ধারিত মূল্য দেওয়া হয়নি কৃষকদের। পরবর্তী ক্ষেত্রে তৃণমূল সরকার সেখানে শিল্পের বদলে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি বাজার বসিয়েছেন সেখানে কোনও শিল্প হয়নি বলে অভিযোগ।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ
৯৮৩১৯১৯৭৯১
৯৩৩১০৫৯০৬০০

# কাঁকসার রথতলার রথের মেলার মূল আকর্ষণ ঘাড়নাড়া দাদু

**সুজিত ভট্টাচার্য্য**

**কাঁকসা:** প্রায় ১০০ বছর হতে চলছে কাঁকসায় রথতলার রথ। এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রতি বছর গ্রামীণ মেলাও বসে এলাকায়। এই মেলার বৈশিষ্ট্য হল মাটির পুতুল। বিশেষ করে মাটির তৈরি ঘাড়নাড়া দাদু । পাকা দাড়ি হাতে হুকো নিয়ে বেশ ঘাড় নড়িয়া শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল এক সময় এই মাটির পুতুল। বর্তমানে মাটির দাম বাড়ায় আর মাটি না পাওয়ায় ক্রমেই হারিয়ে যেতে বসেছে এই শিল্প। তার পরিবর্তে মেলার আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কাঠের তৈরি খেলনা।কাঁকসার রথ তলায় ৭টি মৃৎশিল্পীরা বসবাস করেন। এক সময় মাটির তৈরি পুতুল বিক্রি করে রথের মেলায় ভালই রোজগারের মুখ দেখতো এই শিল্পীরা। বর্তমানে চাহিদা কমে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই কাঠের খেলনা বানাচ্ছেন অনেকে। শিল্পী প্রশান্ত সূত্রধর জানিয়েছেন, মেলাটি তাঁর বাবার আমল থেকে দেখে আসছেন, তখন অনেক জায়গা থাকতো বেশ বড় একটা মেলা হতো। তেলে ভাজা থেকে জিলিপি সব থাকলেও মাটির পুতুলের চাহিদা ছিল বেশ। এখন মাটি সেই ভাবে পাওয়া যায় না । এছাড়াও ছোটদের কাছে মেলার সব থেকে আকর্ষণীয় যেটা ঘাড় নড়া দাদু। সেটার দিকে তেমন ঝোঁক নেই তাদের। তার বদলে প্লাস্টিকের ছোটা ভীম, মটু পাতলু জায়গা করে নিয়েছে। ফলে এই পুতুল আগে যেমন ৫০০টিরও বেশি এক এক জন শিল্পী বানাতেন এখন জনা কয়েক শিল্পী বানান। সরকারিভাবে তেমন কোনও সাহায্যও তেমন নেই যে তারা সেটাকে টিকিয়ে রাখবে। তাই মেলার ঐতিহ্য টিকিয়ে রেখেছেন শুধু কয়েকজন। জায়গা না থাকায় মেলার পরিসরও অনেকটাই কমে গিয়েছে। এক সময় এলাকার শিল্পীরা ছাড়াও

বাইরে থেকে অনেক শিল্পী মাটির তৈরি পুতুল নিয়ে আসতেন এখন তাঁরাও আসেন না। এছাড়াও নতুন প্রজন্ম তেমন ভাবে মাটির পুতুল তৈরিতে আগ্রহ দেখায় না । ফলে আগামী দিনে এই শিল্প কি ভাবে বেঁচে থাকবে সেই নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে শিল্পীদের মধ্যে।


**এসবিআই, এইচএলসি দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)**
১ম ফ্লোর, উইন্ডসর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালী, ইএম বাইপাস, কলকাতা- ৭০০১০৩, ই-মেইল: sbi.16286@sbi.co.in

**ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: শর্মি দাশগুপ্ত, মোঃ- ৯৬৭৪৭৯৯১৫৬, ৯৮৩০৩৩৯৯০৭, ই-মেইল আইডি: sbi.16286@sbi.co.in**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৮ (৬) সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) এর বন্দোবস্তের অধীনে** ও সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** (সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণের বিপরীতে যথাক্রমে বিশদ) **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

**ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ৩১.০৭.২০২৬ সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।**

| ক্র. নং | ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা | স্বত্ব দলিল জমা দেওয়া বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ | বকেয়া পরিমান | রিজার্ভ মূল্য / ইএমডি ১০% / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **শ্রী স্নেহাশিস দাস** পিতা- প্রয়াত অমর চন্দ্র দাস এবং **শ্রীমতি চন্দনা দাস** স্বামী- শ্রী স্নেহাশিস দাস **ঠিকানা ১** : পি-৪০, প্রগতি অ্যাভিনিউ, রয়নগর, পোঃ ও থানা- বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০০৭০ **ঠিকানা ২** : ফ্ল্যাট নং টি২, তৃতীয় ফ্লোর, ব্লক- জে', **"মা অ্যাপার্টমেন্ট"**, প্রেমিসেস নং ৭৯১/২, দক্ষিণ রয়নগর, পোঃ ও থানা- বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০০৭০ **ঠিকানা ৩** : ফ্ল্যাট নং টি১, তৃতীয় ফ্লোর, ব্লক- জে', **"মা অ্যাপার্টমেন্ট"**, প্রেমিসেস নং ৭৯১/২, দক্ষিণ রয়নগর, পোঃ ও থানা- বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০০৭০ | **সম্পত্তি ১:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট **"যার নং টি২"** তৃতীয় ফ্লোরে (দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম) দিকে লিফট সুবিধা সহ যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা কমবেশি **৯৪২ বর্গফুট,** যার মধ্যে রয়েছে দুটি শোওয়ার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি ডাইনিং রুম, দুটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা, মার্বেল ফ্লোরিং সহ **"মা অ্যাপার্টমেন্ট"** নামের গ্রাউন্ড প্লাস তিন তলা বিল্ডিং-এর **ব্লক-'জে'**, যা প্রেমিসেস নং ৭৯১/২, দক্ষিণ রয়নগর, ওয়ার্ড নং ১১২, পোঃ- বাঁশদ্রোণী, থানা- বাঁশদ্রোণী পূর্বতন রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৭০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। আলিপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত ও জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের এক্তিয়ারের মধ্যে এবং সেই সাথে আনুপাতিক অবিভক্ত জমির অংশ এবং সমস্ত সাধারণ অধিকার এবং সুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্য এবং ওই বিল্ডিং-এর ফিক্সচার এবং ফিটিংস এবং বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন সহ। **সম্পত্তির সীমানা:- উত্তরে-** প্রেমিসেস নং ২০৭৩, **দক্ষিণে-** তাপস নস্করের জমি, **পূর্বে-** হরপ্রসাদ দত্তের জমি, **পশ্চিমে-** ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ। **দলিলের বিবরণ: এডিএসআর আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গে ২০২৩ সালের জন্য বুক ১, ভলিউম নম্বর ১৬০৫- ২০২৩, পৃষ্ঠা ৬০৯৭২ থেকে ৬১০০০, নম্বর ১৬০৫০১৭০০ তে নিবন্ধিত। মালিক:- ১. শ্রী স্নেহাশিস দাস, পিতা- প্রয়াত অমর চন্দ্র দাস, ২. শ্রীমতি চন্দনা দাস, স্বামী- শ্রী স্নেহাশিস দাস।** | ৯৬,৯২,৬৪৮.০০ টাকা (ছিয়ানব্বই লক্ষ বিরানব্বই হাজার ছয়শো আটচল্লিশ টাকা মাত্র) ৩০.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং ৩১.১২.২০২৫ তারিখ থেকে এর উপর পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ। | **সম্পত্তি ১:** ৪২,৩৯,০০০/- টাকা; ৪,২৩,৯০০ টাকা; ১০,০০০/- টাকা **সম্পত্তি ২:** ৪৭,১২,০০০/- টাকা; ৪,৭১,২০০ টাকা; ১০,০০০/- টাকা |

**সম্পত্তি ২:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট **'যার নং টি১'** তৃতীয় ফ্লোরে (উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম) দিকে লিফট সুবিধা সহ যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা কমবেশি **৯৮৭ বর্গফুট,** যার মধ্যে রয়েছে দুটি শোওয়ার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি ডাইনিং রুম, দুটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা, মার্বেল ফ্লোরিং সহ **"মা অ্যাপার্টমেন্ট"** নামের গ্রাউন্ড প্লাস তিন তলা বিল্ডিং-এর **ব্লক-'জে'**, যা প্রেমিসেস নং ৭৯১/২, দক্ষিণ রয়নগর, ওয়ার্ড নং ১১২, পোঃ- বাঁশদ্রোণী, থানা- বাঁশদ্রোণী পূর্বতন রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৭০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। আলিপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত ও জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের একিক্তয়ারের মধ্যে এবং সেই সাথে আনুপাতিক অবিভক্ত জমির অংশ এবং সমস্ত সাধারণ অধিকার এবং সুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্য এবং ওই বিল্ডিং-এর ফিক্সচার এবং ফিটিংস এবং বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন সহ।
**সম্পত্তির সীমানা: উত্তরে-** প্রেমিসেস নং ২০৭৩, **দক্ষিণে-** তাপস নস্করের জমি, **পূর্বে-** হরপ্রসাদ দত্তের জমি, **পশ্চিমে-** ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ।
**দলিলের বিবরণ: এডিএসআর আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গে ২০২৩ সালের জন্য বুক ১, ভলিউম নম্বর ১৬০৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ৬০৯৪৪ থেকে ৬০৯৭১, নম্বর ১৬০৫০১৬৯৯ তে নিবন্ধিত।**
**মালিক :- ১. শ্রী স্নেহাশিস দাস, পিতা- প্রয়াত অমর চন্দ্র দাস, ২. শ্রীমতি চন্দনা দাস, স্বামী- শ্রী স্নেহাশিস দাস।**

**দখলের ধরন: বাস্তবিক** **পরিদর্শনের তারিখ : ২৪.০৭.২০২৬**

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in -এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক:- https://baanknet.com দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ চালানের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা রক্ষনাবেক্ষণ করা দরদাতার অ্যাকাউন্টে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তর মাধ্যমে। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com -এ যোগাযোগ করুন।
- নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে, আগ্রহী দরদাতাকে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ১৬.০৭.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: উত্তর কুমড়াখালী, কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া



**এসবিআই এইচএলসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)**
৬৬, ব্যারাক রোড, পোঃ-ব্যারাকপুর, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা - ৭০০১২০, ইমেল আইডি : sbi.64076@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকাউন্ট নম্বর ৪৩০১৬২৬০৫৯৮ (এইচবিএল)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি ব্যারাকপুর** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর নিয়ম ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন যার তারিখ ০২.০৫.২০২৬, যেখানে ঋণগ্রহীতা(গণ): **শ্রী সুমন মণ্ডল, পিতা- প্রয়াত তুলসী দাস মণ্ডল, শ্রীমতি আরতি মণ্ডল, স্বামী- প্রয়াত তুলসী দাস মণ্ডল এবং শ্রীমতি সুমিতা মণ্ডল, স্বামী- শ্রী সুমন মণ্ডল উভয়েরই একই ঠিকানা ৫০/৫ শাস্ত্রী নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী রোড, বাটোড়, বেলেপোল, থানা - সাঁতরাগাছি, জেলা - হাওড়া-৭১১১০৪** -কে বলা হয়েছিল যাতে তারা নোটিশে উল্লেখিত **০২.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৩৮,৯৮,৫৮১.৯৯ টাকা (আটত্রিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার পাঁচশো একাশি টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা মাত্র)** এবং এর উপর পরবর্তী সুদ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং/অথবা গ্যারান্টার(গণ) উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর নিয়ম ৮ এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই **২০২৬ সালের ১৫ জুলাই** তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং সাধারণভাবে সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তি নিয়ে যে কোনো লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি ব্যারাকপুর** -এর **০২.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৩৮,৯৮,৫৮১.৯৯ টাকা (আটত্রিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার পাঁচশো একাশি টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা মাত্র)** পাওনা এবং এর উপর পরবর্তী সুদের চার্জ সাপেক্ষে হবে।
**সিকিওরড সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং/অথবা গ্যারান্টার(গণ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।**

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও বিল্ডিং যার আয়তন কম-বেশি **১ কাঠা ৮ ছটাক,** মৌজা শিবপুর, মিউনিসিপ্যাল শিট নং ২৮, দাগ নং ১৯৫, খতিয়ান নং ১৯৯, হোল্ডিং নং ৫০ (আংশিক) শাস্ত্রী নরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী রোড, (পুরানো হোল্ডিং নং ২২০ সার্কুলার রোড), ওয়ার্ড নং ১০ (পুরানো) এবং নতুন ওয়ার্ড নং ৪৪, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, পোঃ সাঁতরাগাছি, থানা শিবপুর, জেলা - হাওড়া। যার **দলিল নং ১১১৪, বুক নং ১, ভলিউম নং ১৯, পৃষ্ঠা ৩৭ থেকে ৪৯, ১৯৮৮ সালের জন্য, এডিএসআরও - হাওড়া।**
**সম্পত্তিটি তুলসী দাস মণ্ডলের (প্রয়াত) নামে রয়েছে। আইনগত উত্তরাধিকারী(গণ) ১. শ্রী সুমন মণ্ডল, পিতা- তুলসী দাস মণ্ডল এবং ২. শ্রীমতি আরতি মণ্ডল, স্বামী- তুলসী দাস মণ্ডল।**
**সম্পত্তির সীমানা:- উত্তরে :** জলি সরকার এবং অশোকা ভট্টাচার্যের জমি, **দক্ষিণে:** সংযুক্ত প্ল্যানে হলুদ রঙে দেখানো ৪ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ, **পূর্বে:** অর্চনা দাসের জমি, **পশ্চিমে:** হোল্ডিং নং ৫০ এর অংশ।

তারিখ: ১৫.০৭.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: হাওড়া স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া



**আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট**
CIN: L65190MH2004GOI14883844
শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং : (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬)-এর শর্তানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক/দাবিভুক্ত নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি, যার ভৌত/প্রতীকী দখল সুরক্ষিত ঋণদাতা আইডিবিআই ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, তা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর কাছ থেকে আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেডের পাওনা আদায়ের জন্য ১৭.০৮.২০২৬ তারিখে "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে।
১৭.০৮.২০২৬ তারিখে (৩০ দিনের নোটিশে) নিলামে তোলা হবে এমন সম্পত্তিগুলোর বিবরণ নিচে দেওয়া হলো।

| ক্রম নং | ক) ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম খ) অ্যাকাউন্ট নং | ১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ | ১) সংরক্ষিত মূল্য ২) বায়না জমা (ইএমডি) ৩) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ | বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|
| ১. | ক) ঋণগ্রহীতা - লোপামুদ্রা ব্যানার্জি (ঋণগ্রহীতা) এবং সঞ্জিৎ কুমার সিং (সহ ঋণগ্রহীতা) খ) ১৯৩০৬৭৫১০০০০০২৩১ | ১) ২৪.০১.২০২৩ ২) ১২.০৬.২০২৪ ৩) ১৯,০০,৬৩৮ টাকা (উনিশ লাখ ছশো আটত্রিশ টাকা) ০৮.০৮.২০২২ অনুযায়ী বকেয়া (০৯.০৭.২০২২ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ১০.০৭.২০২২ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ | ১) ১৯,৬৭,০০০ টাকা ২) ১,৯৬,৭০০ টাকা ৩) ১০,০০০ টাকা | স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত ৩০.০৩.২০১৯, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ উত্তর দিকে ফ্ল্যাট ২য়তলে উক্ত ভবনে পরিচিত চৈতালি অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাপ ঢাকা এরিয়া ৪২৩ বর্গফুট সম্পত্তি, এলআর খতিয়ান নং ১১৭৬১ এবং ১১৭৬২, ১৬৮৩৮, এলআর প্লট নং ১৭৭১/৩১৩৮ (আরএস প্লট নং ১৭৭১) বাস্তু পরিমাপ এরিয়া ০.০৭ একর - মোট এরিয়া ০.১৯ একর থেকে নির্মাণ সহ পুরসভা হোল্ডিং নং ১২২, মহল্লা -মনসা পাড়া, ওয়ার্ড নং ১৬, কাটোয়া পুরসভা অধীন, মৌজা-কাটোয়া, জেএল নং ২১, থানা এবং জেলা : বর্ধমান। চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী এস দে এবং শ্রীমতি সি দে এর সম্পত্তি। দক্ষিণে : ভারতী সংঘ ক্লাব। পূর্বে : সুমন্ত বটব্যাল এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : পুরসভা পাকা সড়ক। |

**টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত নিয়ম এবং শর্তাবলীর সারসংক্ষেপ :**

১. নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর মাধ্যমে https//baanknet.com/ ওয়েবসাইটে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে এই বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে। ঠিকানা ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিওস টাওয়ার, অনিক নগর, ওয়াডালা পূর্ব, মুম্বই - ৪০০ ০৩৭।
২. দরপত্রগুলি কলকাতা জোনাল অফিস, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০১৭, এবং আঞ্চলিক অফিস দুর্গাপুর, ইউসিপি-০১, আম্বেদকর সরণি, উর্বশী ফেজ- বেঙ্গল অম্বুজা, সিটি সেন্টার দুর্গাপুর - ৭১৩২১৬ থেকে কার্যদিবসে (সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত) www.idbibank.in, https://baanknet.com/ ওয়েবসাইট থেকে ১৫ জুলাই, ২০২৬ থেকে ১৪ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে।
৩. আমাদের জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী, উপরোক্ত সম্পত্তির উপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই।
৪. এই প্রকাশনাটি সংশোধিত সারফেইসি আইন ২০০২ অনুযায়ী বিধি ৮(৬) অনুসারে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতার জন্য বিক্রয়ের একটি বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
৫. আরও বিস্তারিত তথ্য এবং সাধারণ শর্তাবলী ব্যাংকের ওয়েবসাইটে [www.idbibank.in] পাওয়া যাবে অথবা উপরে উল্লিখিত ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং সেখানে থাকা দরপত্র নথিটিও দেখুন।
৬. অনুমোদিত কর্মকর্তা কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

| | |
|---|---|
| দরপত্র/টেন্ডার নথি বিক্রয় মধ্যবর্তী | ১৫ জুলাই ২০২৬ থেকে ১৪ আগস্ট, ২০২৬ বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত (শনিবার (২য় ও ৪র্থ), রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিন ব্যতীত) |
| দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ইএমডি এবং কেওয়াইসি নথি সহ | ১৪ আগস্ট, ২০২৬ বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত |
| ই-নিলামের তারিখ/সময় | ১৭ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে |
| সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ | ১ আগস্ট ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত |

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত লিঙ্কগুলি দেখুন https://baanknet.com/ এবং https://www.idbibank.in

তারিখ : ১৬.০৭.২০২৬ স্বা/-অনুমোদিত অফিসার,
স্থান : কলকাতা আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

## কামদুনি মামলার পুনর্তদন্তের আর্জি

# ‘জনতার দরবারে’ মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ নির্যাতিতার পরিবার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ২০১৩ সালের কামদুনি গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ফের নতুন করে তদন্তের দাবি তুললেন নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ‘জনতার দরবারে’ গিয়ে তাঁরা মামলাটি পুনরায় খোলার আবেদন জানান। পরিবারের বক্তব্য, দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পরও প্রকৃত বিচার এখনও অধরাই থেকে গিয়েছে। নির্যাতিতা পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, মামলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক এখনও স্পষ্ট হয়নি। তাঁদের দাবি, ঘটনার সম্পূর্ণ সত্য সামনে আনতে নতুন করে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তাঁদের কথায়, এত বছর কেটে গেলেও আমরা প্রকৃত বিচার পাইনি। সত্যিটা সামনে আসুক, দোষীরা যেন উপযুক্ত শাস্তি পায়। তাই মামলাটি নতুন করে তদন্ত করা হোক। কামদুনি মামলায় প্রথমে নিম্ন আদালত ছয় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। সেই রায়ে তিন জনের মৃত্যুদণ্ড এবং বাকি তিন জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরে ২০২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্ট ওই রায়ে পরিবর্তন আনে। প্রধান অভিযুক্ত আনসার আলির মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পাশাপাশি আরও তিন অভিযুক্তকে খালাস দেওয়া হয়। হাইকোর্টের ওই রায়ের পর থেকেই নির্যাতিতার পরিবার ও এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। তাঁদের দাবি, মামলার সব দিক যথাযথভাবে খতিয়ে দেখা হয়নি। সেই কারণেই এবার মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে পুনর্তদন্তের আবেদন জানানো হয়েছে। পরিবারের আশা, নতুন সরকারের উদ্যোগে যদি নতুন করে তদন্ত শুরু হয়, তবে ঘটনার সমস্ত সত্য সামনে আসবে এবং যাঁরা প্রকৃত অপরাধী, তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।

# ভারত-যুক্তরাজ্য বাণিজ্য চুক্তির অধীনে কলকাতা থেকে প্রথম গয়না রপ্তানি

## নতুন সম্ভাবনার বার্তা শিল্পমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ভারত-যুক্তরাজ্য সমন্বিত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি (সিইটিএ) কার্যকর হওয়ার পর প্রথমবার কলকাতা থেকে যুক্তরাজ্যের উদ্দেশে গয়নার রপ্তানি শুরু হল। বুধবার কলকাতা এয়ার কার্গো কমপ্লেক্স থেকে এই ঐতিহাসিক রপ্তানির সূচনা করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায়, কেন্দ্রীয় শুল্ক দপ্তর, ডিরেক্টর জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড (ডিজিএফটি), ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশন এবং জেম অ্যান্ড জুয়েলারি এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল (জিজেইপিসি)-র প্রতিনিধিরা। দেশজুড়ে প্রায় ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রথম রপ্তানি চালানের অংশ হিসেবে কলকাতার ছয়টি সংস্থা সোনা, হিরে, রুপো ও প্ল্যাটিনামের গয়না যুক্তরাজ্যে পাঠাচ্ছে।

বুধবার এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বলেন, কলকাতা থেকে এই প্রথম যুক্তরাজ্যে সোনার গয়না রপ্তানি হচ্ছে। প্রায় ২.৭ বিলিয়ন টাকার গয়না বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। পাশাপাশি বিট, করলা পাতা, ভাজা কফি, দার্জিলিং চা, ব্ল্যাক টি-সহ একাধিক কৃষিপণ্যও রপ্তানি করা হবে। তিনি আরও বলেন, ‘বিকশিত ভারত’ এবং ‘বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ’-এর লক্ষ্য পূরণে এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গেয়ালের সহযোগিতায় এই নতুন অধ্যায়ের সূচনা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের শিল্পনীতি প্রসঙ্গেও মন্ত্রী বলেন, আগে শিল্প গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি, জমির ভাণ্ডার, শিল্পবান্ধব পরিবেশ বা ব্যবসা সহজ করার ব্যবস্থা ছিল না। এখন সেই পরিস্থিতি বদলেছে। তাই শিল্প ও রপ্তানির নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে। বুধবারের অনুষ্ঠানে জিজেইপিসি-র চেয়ারম্যান কিরিট ভনশালি বলেন, সিইটিএ কার্যকর হওয়ায় যুক্তরাজ্যে ভারতীয় গয়নার উপর সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ আমদানি শুল্ক উঠে যাচ্ছে। ফলে আগামী তিনবছরে যুক্তরাজ্যে ভারতের গয়না রপ্তানি প্রায় ৭৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছতে পারে। এতে রপ্তানিকারক, ক্ষুদ্র শিল্প, কারিগর ও ডিজাইনাররা সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন। এছাড়াও জিজেইপিসি-র পূর্বাঞ্চলের চেয়ারম্যান পঙ্কজ পারেখের মতে, কলকাতার ঐতিহ্যবাহী গয়না শিল্প এই চুক্তির অন্যতম বড় সুবিধাভোগী হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলার কারিগরদের দক্ষতা আরও বিস্তৃত পরিসরে পৌঁছনোর সুযোগ তৈরি হয়েছে। শিল্পমহলের মতে, শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার কার্যকর হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের গয়না শিল্পে নতুন বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং রপ্তানির সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।

# অমিত শাহের উপস্থিতিতে দিল্লি এমসিডি-এনডিডিবির মউ স্বাক্ষর

**নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই:** দিল্লিতে গবাদি পশুর গোবরের বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের মাধ্যমে ‘কম্প্রেসড বায়ো-গ্যাস’ প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে বুধবার নতুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল শহরের দুগ্ধখামার বা ডেয়ারিগুলি থেকে নির্গত বর্জ্য যাতে যমুনা নদীতে না-মিশতে পারে, তা নিশ্চিত করা। এর পরিবর্তে, এই বর্জ্যকে বায়োগ্যাস ও জৈব সারে রূপান্তর করা হবে। ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের মডেল অনুযায়ী, ডেয়ারি ও গোশালাগুলি থেকে গোবর সরাসরি গ্যাস ও সার উৎপাদন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে এবং একই সঙ্গে যমুনা নদীর তীরবর্তী এলাকার বর্জ্যের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনাও নিশ্চিত করা হবে। এই অনুষ্ঠানে দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর তরণজিৎ সিং সান্ধু, কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধশিল্প মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং (লালন সিং), দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এবং উর্ধ্বতন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

**NOTICE INVITING Item Rate e-Tender**
**Reference No 1442/BDO/KDP/2026-27. Dated-14/07/2026**
Item rate e-Tender for various types of materials supply to the worksite at different Gram Panchayats under Kakdwip Development Block. Fund-VBGRAMG
Look for detail you may visit and office notice board & **https://wbtenders.gov.in**
**Sd/-**
**Block Development Officer**
**Kakdwip Development Block**
**Kakdwip, South 24 Parganas.**

# চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোয় কড়াকড়ি, সব দপ্তরে নতুন টেন্ডার বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাত:**া রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, পুরসভা এবং সরকারি সংস্থায় বেসরকারি এজেন্সির চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে এবার কড়া অবস্থান নিল নবান্ন। অর্থ দপ্তরের অনুমতি ছাড়া বা সময়মতো নতুন টেন্ডার না ডেকে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর প্রবণতা বন্ধ করতে বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল। নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, এই ধরনের কাজ সরকারি আর্থিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে এবং স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডার প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, কোনও সংস্থার সঙ্গে বিদ্যমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিনমাস আগে থেকেই নতুন টেন্ডার ডাকার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। প্রতিটি দপ্তরের প্রধানকে প্রতি মাসে সংশ্লিষ্ট চুক্তিগুলি পর্যালোচনা করে তার তালিকা অর্থদপ্তরে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য, কোনও পরিষেবায় যাতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত না হয় এবং একইসঙ্গে স্বচ্ছ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নতুন সংস্থা নির্বাচিত করা যায়। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, বিদ্যমান কোনও চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি বা নবীকরণের প্রস্তাব কোনও অবস্থাতেই গ্রহণ করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে নবান্ন। সময়মতো টেন্ডার না ডাকার অজুহাতও গ্রহণযোগ্য হবে না। অর্থাৎ, চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে পুরনো সংস্থাকেই বাড়তি সময় দিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার যে প্রচলিত রীতি ছিল, তা কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হল। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, অনুমতি ছাড়া চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো কিংবা নতুন টেন্ডার আহ্বানে অযথা বিলম্বকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এ ধরনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই নির্দেশ কেবল সচিবালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের জন্য নয়। রাজ্যের সব সরকারি দপ্তর, পুরসভা, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, বিধিবদ্ধ সংস্থা এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থার প্রধানকেই নিশ্চিত করতে হবে যে নির্দেশ কঠোরভাবে মানা হচ্ছে।

**Durgapur Municipal Corporation**
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
**Notice Inviting e-Tender**
**1) Name of the Work:** Repairing of Bituminous Roads from Sashan Kali Temple to Ghosh Market, and Improvement of Road Side Drains at Post Office to Ghosh Market Connecting within Ward No.- 28, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-332/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5016853_1 • Estimated Amount : 48,51,592/-
**2) Name of the Work:** Repairing of Bituminous Road from Main Road to Ajay Dhara House, Ajay Dhara House to Hanuman Mandir, Ajay Dhara House to Jana Kalyan Samity at Nabawaria, within Ward No.- 32, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-034/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016893_1 • Estimated Amount : 13,95,916/-
**3) Name of the Work:** Bituminous Road from JTS Marriage Hall to Jhumi Jhilik House, from Shankar Maitra's House to Ramananda Mondal's House, from Ramananda Mondal's House to Kumkum Chowdhury's House, near Durgapur Podokhep Society School, from Rammadhar Shaw's House to Raju Nayak's House and from Pilta Sil's House to Joba Biswas's House at Milanpally H Block, Ward No.- 11, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-297/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5016900_1 • Estimated Amount : 20,01,584/-
**Last Date : 31st July 2026, up to 05:00 pm**
For details : tenders.wb.gov.in
**Sd/- Executive Engineer**
**Durgapur Municipal Corporation**

# দুর্নীতি, হুমকি-সহ একাধিক অভিযোগে ধৃত নৈহাটির প্রাক্তন পুরপ্রধান

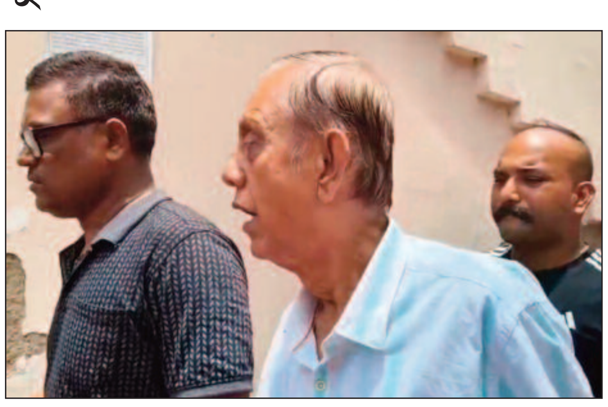

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** দুর্নীতি, তোলাবাজি, ভয় দেখানো, হুমকি, বলপ্রয়োগ, সম্পত্তি দখল, নারীদের প্রতি অশালীন আচরণ-সহ একাধিক অভিযোগে ধৃত নৈহাটির প্রাক্তন পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়। বুধবার সকালে নিজের বাড়ি থেকে নৈহাটি থানার পুলিশ প্রাক্তন পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত প্রাক্তন পুরপ্রধান তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের গত ১৬ জুন ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হয়েছিল নৈহাটির প্রাক্তন পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পুত্র তৃণমূল যুব নেতা অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। কয়েকদিন আগে পুলিশ প্রাক্তন পুরপ্রধানের পুত্র অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করেছে। পুত্র গ্রেপ্তারির পর অবশেষে পুলিশের জালে নৈহাটির প্রাক্তন পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়। নৈহাটির বড় কালী পূজা সমিতি ট্রাস্টের আর্থিক তছরুপের অভিযোগও উঠেছে ধৃতের বিরুদ্ধে। যদিও ধৃত অশোক চট্টোপাধ্যায় জানান, তিনি ১১ বছর নৈহাটি পুরসভার পুরপ্রধান ছিলেন। মানুষকে তিনি পরিষেবা দিয়েছেন, হয়তো কোনও অন্যায় কিংবা ভুল হয়েছে সেই কারণেই তাঁকে পুলিশ ধরেছে। বড়মার কমিটির আর্থিক তছরুপ নিয়ে তাঁর দাবি, দুর্নীতির বিষয়ে বড়মা কমিটি জবাব দেবে। তাঁর সাফ জবাব, তিনি দুর্নীতির সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত নন। তবে পুলিশ ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে প্রতিটি অভিযোগ খতিয়ে দেখবে।

**TENDER**
E- Tenders are invited by the Prodhan, Rahamatpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. **NIET NO- RGP/01/15th FC UN-TIED/2026-27**, Last date of submission **21.07.2026 up to 2.30p.m.** visit **www.wbtenders.gov.in.**
For details please contact to the office.
**Sd/- Prodhan,**
**Rahamatpur Gram Panchayat.**

Tender is invited by the undersigned for the work “Urgent dismantling, shifting, re-installation, testing & commissioning of 33 KV/415 V, 1600 KVA Power Transformer in connection with repair/reconstruction of the damaged floor at Khadya Bhavan Campus, 11A, Mirza Ghalib Street, Kolkata – 700087’’. Tender No: **17/IR/T/KCED/I of 2026-27**. Bid Submission end date Upto 02.00 PM on 17/07/2026. Website: **http://www.pwdwb.in** for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website
**Sd/- B. Mandal**
**Executive Engineer, PWD**
**Kolkata Central Electrical Division**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
E- tenders are hereby invited for (1) Lifting & carrying rice from FCI/CPC godowns to 23 ICDS project godowns under Paschim Medinipur district) and (2) Project Level ‘Storing-cum-carrying of foodstuff & other articles for 23 nos. of ICDS Projects vide Tender Notice **No. 306/ICDS dt. 07.07.2026 & 307/ICDS dt. 07.07.2026** respectively)
**Closing date is 04 .08.2026**
See website: **https://wbtenders.gov.in** & **https://www.paschimmedinipur.gov.in**
**Sd/- DPO (ICDS)**
**Paschim Medinipur**
**Memo no- 523(3)/Advt./ICA/ Paschim Medinipur, Dated- 15.07.2026**

**পূর্ব রেলওয়ে**
**নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি**
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনের স্টেশনগুলিতে ০৫টি ক্যান্টিনের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা করতে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও তথ্যের জন্য **www.ireps.gov.in**-এর ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ ক্যান্টিন-জুলাই-২০। এসইকিউ নং, লট নং/বিভাগ এবং বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **এএ/১, এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এইচপিএল-এসটিজিইএন- ৯৫-২৬-১, (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্থায়ী সাধারণ)।** ০৫ বছরের জন্য ক্যান্টিন নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (হরিপাল স্টেশন চতুস্পার্শ্বস্থ এলাকা)। **বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৮.০৭.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিট। **এএ/২, এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এনকেএল- এসটিজিইএন-৯৪-২৬-১, (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্থায়ী সাধারণ)।** ০৫ বছরের জন্য ক্যান্টিন নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (নালিকুল স্টেশন চতুস্পার্শ্বস্থ এলাকা)। **এএ/৩, এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এজেড-এসটিজিইএন-৯১-২৬-১, (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্থায়ী সাধারণ)।** ০৫ বছরের জন্য ক্যান্টিন নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (আজিমগঞ্জ স্টেশন পার্কিং-এর পাশে)। **বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৮.০৭.২০২৬ দুপুর ১টা ৫০ মিনিট। **এএ/৪, এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এএমবিজি-এসটিজিইএন-৯৩-২৬-১, (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্থায়ী সাধারণ)।** ০৫ বছরের জন্য ক্যান্টিন নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (আরামবাগ স্টেশন চতুস্পার্শ্বস্থ এলাকা)। **বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৮.০৭.২০২৬ দুপুর ২টো। **এএ/৫, এমএসএস-এইচডব্লুএইচ- কেকিউইউ- এসটিজিইএন-৮৬-২৬-১, (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্থায়ী সাধারণ)।** ০৫ বছরের জন্য ক্যান্টিন নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (কামারকুন্ডু স্টেশন)। **বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৮.০৭.২০২৬ দুপুর ২টো ১০ মিনিট। **দর হার ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি (এএ/১ থেকে এএ/৫ প্রতিক্ষেত্রে)। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%)** ঃ ০.২ (এএ/১ থেকে এএ/৫ প্রতিক্ষেত্রে)। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১০% (এএ/১ থেকে এএ/৫ প্রতিক্ষেত্রে)।
HWH-218/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

# দেশের সবচেয়ে বড় পরমাণু কেন্দ্রের গোপন ফাইল ফাঁস হল ডার্কওয়েবে

**১৫ জুলাই:** ভারতের বৃহত্তম পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র কুডনকুলমের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় ১৯,০০০টি অত্যন্ত সংবেদনশীল ফাইল ফাঁস করল ‘ওয়ার্ল্ড লিকস’। ডার্ক ওয়েবের মাধ্যমে সাইবার হানার সাহায্যে ওই তথ্য ফাঁস করা হয়েছে বলে সংবাদসংস্থার তরফে জানা গিয়েছে।

র‍্যানসমওয়্যার (ক্ষতিকারক সফট্ওয়্যার বা ম্যালওয়্যার, যা কোনও কম্পিউটার বা ডিভাইসের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেয় এবং ব্যবহারকারীর সব গুরুত্বপূর্ণ ডেটা ‘এনক্রিপ্ট’ বা লক করে ফেলে)-এর মাধ্যমে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রটির ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান অনিল অম্বানীর রিলায়্যান্স এডিএজির একটি সার্ভার হ্যাক করে এই তথ্য মিলেছে বলে তথ্য ফাঁসকারী ‘ওয়ার্ল্ড লিকসে’র দাবি। ওই র‍্যানসমওয়্যার গোষ্ঠীর তরফে ফাঁস করা নথিপত্রের মধ্যে পরমাণুকেন্দ্রটির বিভিন্ন অংশের প্ল্যান্ট ব্লুপ্রিন্ট, যন্ত্রাংশের নকশা, সরবরাহকারীদের বিবরণ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য রয়েছে। অনিলের কোম্পানির তরফে সংবাদসংস্থা রয়টার্সকে জানানো হয়েছে যে, ভারতীয় ডেটা সেন্টারের তরফে তৃতীয় পক্ষকে পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা ‘ইয়োট্টা’ পরিচালিত একটি সার্ভারে তাদের ডেটার ‘আংশিক লঙ্ঘন’ ঘটেছে এবং এই ঘটনার বিষয়ে সরকারকে অবহিত করা হয়েছে। তবে ঠিক কোন কোন তথ্য ফাঁস হয়েছে, সে বিষয়ে কিছু জানায়নি রিলায়্যান্স এডিএজি। এই ঘটনা কুডনকুলম বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন আন্তর্জাতিক পরমাণু পর্যবেক্ষণ সংস্থা ‘নিউক্লিয়ার থ্রেট ইনিশিয়েটিভ’র কর্তা নিকোলাস রথ। এই সংস্থাটি ভারত-সহ বিভিন্ন দেশের সরকারকে পরমাণু নিরাপত্তার বিষয়ে পরামর্শ দেয় এবং এ সংক্রান্ত পদক্ষেপ মূল্যায়ন করে।

নিকোলাসের মতে এই ঘটনা প্রমাণ করছে যে, ভারতে সাইবার হামলার ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে, যেখানে অনেক প্রতিষ্ঠান এ ধরনের সঙ্কট মোকাবিলার জন্য সঠিক ভাবে প্রস্তুত নয়। ‘ওয়ার্ল্ড লিকসে’র ওয়েবসাইটে রিলায়্যান্স সংক্রান্ত ৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ফাইল রয়েছে। তার মধ্যে ১৯ হাজারটি ‘সংবেদনশীল’। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে কুডনকুলম পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৩ এবং ৪ নম্বর ইউনিটের পরিকাঠামো নকশা ও নির্মাণের জন্য বরাত পেয়েছিল অনিলের সংস্থা রিলায়্যান্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার। ডাটাসেন্টার পরিষেবা প্রদানকারী থার্ড-পার্টি সংস্থা ‘ইয়োট্টা’র একটি সার্ভার থেকে এই ডেটা চুরি ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

# প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে মন্ত্রিসভার বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত

**নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই:** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে বুধবার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, শহুরে যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা উত্তরপ্রদেশের জাতীয় মহাসড়ক-১৯ এবং বারাণসী রিং রোডের মধ্যে ৪৬ কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ ৬-লেনের একটি ‘গ্রিনফিল্ড এলিভেটেড করিডোর’ নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে। এটি ‘হাইব্রিড অ্যানুইটি মডেলে’র আওতায় বাস্তবায়িত হবে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ১৪ হাজার ৪০০ কোটি টাকারও বেশি। প্রকল্পটি জাতীয় সড়ক ১৯ এবং বারাণসী রিং রোডের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপন করবে, যার ফলে শহরের সড়কপথে যানজট উল্লেখ যোগ্য ভাবে কমবে এবং যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হবে। এর ফলে প্রকল্প-সংলগ্ন এলাকায় যাতায়াতের গড় সময় প্রায় ৬০ মিনিট থেকে কমে ২০ মিনিটে নেমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়, শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে। এছাড়া মন্ত্রিসভা উত্তরপ্রদেশের বারাণসী শহরের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে বরুণা নদীর পাশ দিয়ে জাতীয় সড়ক ৩১ এবং বারাণসী রিং রোডকে সংযুক্তকারী ৪৩ কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ ৬/৪-লেনের একটি এলিভেটেড করিডোর নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ১০ হাজার ৯৯৮ কোটি টাকারও বেশি। অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, ভারতের সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে (ইকোসিস্টেম) শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বাজেটের ‘সেমিকন ২.০’ প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। তিনি বলেন, ‘সেমিকন ১.০’-এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো ভারতকে বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টর মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করার সরকারি প্রতিশ্রুতিকে আরও এগিয়ে নেওয়া। পাশাপাশি মন্ত্রিসভা ৬২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বাজেটের ‘মোবাইল ফোন উৎপাদন প্রকল্প’-এর অনুমোদন দিয়েছে। বৈষ্ণব জানান, এই প্রকল্পটি আগামী ৫ বছর ধরে বাস্তবায়িত হবে। তিনি জানান, এই প্রকল্পের আওতায় দেশে মোবাইল ফোন উৎপাদনের ক্ষেত্রে যোগ্য বিক্রয়ের ওপর ২.২৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত উৎসাহরাশি সহায়তা প্রদান করা হবে।

# নেপালে বর্ষার ব্যাপক প্রভাব, ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি

**কাঠমান্ডু, ১৫ জুলাই:** নেপাল জুড়ে বর্ষার প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর বেশ কয়েকটি প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার বিষয়ে সতর্ক করেছে এবং জনগণকে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানিয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, মৌসুমী নিম্নচাপটি বর্তমানে নেপালের তরাই অঞ্চলের কাছে তার গড় অবস্থানের সামান্য উত্তরে অবস্থান করছে। সারাদেশে সাধারণত মেঘলা আকাশ বিরাজ করছে এবং কোশী, বাগমতী, গণ্ডকী ও লুম্বিনী প্রদেশের বিভিন্ন অংশে এবং কর্ণালী প্রদেশের কিছু এলাকায় মাঝারি বৃষ্টিপাত হচ্ছে। বিভাগটি সারাদেশে সাধারণত মেঘলা আকাশের পূর্বাভাস দিয়েছে। পাহাড়ি ও তরাই অঞ্চলের অনেক এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কোশী, বাগমতী, গণ্ডকী ও লুম্বিনী প্রদেশের পাহাড়ি জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। মধেশ, বাগমতী, গণ্ডকী এবং লুম্বিনী প্রদেশের তরাই অঞ্চলের কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কোশী, বাগমতী এবং গণ্ডকী প্রদেশের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে তুষারপাত সহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

**পূর্ব রেলওয়ে**
**ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইএলএস/এসডিএএইচ/ওটি/২৬-০০২, তারিখ ১০.০৭.২০২৬।** সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ইএমইউ/শিয়ালদহ, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএলএস/এসডিএএইচ/ওটি/২৬-০০২। কাজের নাম ঃ** নারকেলডাঙা, বারাসাত এবং সোনারপুর ইএমইউ কারশেড-এর বিভিন্ন শাখায় ইপক্সি ফ্লোরিং-এর ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৯,২০,৪৪৮.৮৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫৮,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ১০.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ এবং সময়ে সময়ে প্রকাশ করা সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
SDAH-136/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**লক্ষ্য করুন! আয়ুষ ডাক্তারগণ**
**হাওড়া ডিভিসনের ব্যান্ডেলের হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারির জন্য চুক্তির ভিত্তিতে হোমিওপ্যাথিক প্র্যাক্টিশনার নিয়োগ**
পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনের ব্যান্ডেলের হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারির জন্য সেন্ট্রাল স্টাফ বেনিফিট ফান্ডের (সিএসবিএফ) তত্ত্বাবধানে আয়ুষ সিস্টেমের অধীনে চুক্তির ভিত্তিতে একজন (০১) হোমিওপ্যাথিক প্র্যাক্টিশনার (কনসালট্যান্ট) নিয়োগ করতে যোগ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। আগ্রহী চিকিৎসকদের উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তাবলী অনুযায়ী নির্ধারিত বয়ান পূরণ করতে বলা হচ্ছে। **নিয়োগের বিবরণঃ পদের নামঃ** হোমিওপ্যাথিক প্র্যাক্টিশনার। **পদের সংখ্যাঃ** ১ (এক)। **কাজের সময়ঃ** ৪ (চার) ঘন্টা। **যোগ্যতাঃ (১)** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/স্ট্যাটুটরি স্টেট বোর্ড/হোমিওপ্যাথিক সেন্ট্রাল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৭৩-এর অধীনে স্বীকৃত কাউন্সিল থেকে হোমিওপ্যাথিতে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা। ডিপ্লোমা ধারকদের ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। **(২)** সেন্ট্রাল রেজিস্টার অফ হোমিওপ্যাথি অথবা স্টেট রেজিস্টার অফ হোমিওপ্যাথিতে নথিভুক্ত থাকতে হবে। **(ক)** ডিগ্রি আছে এমন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। স্নাতক ডিগ্রি থাকা প্রার্থীদের অপেক্ষা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকা প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। **(খ)** অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং সরকারী অথবা নামী প্রাইভেট হাসপাতালে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এমন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। **চুক্তির সময়সীমাঃ** ০১ বছর। নির্ধারিত বয়ানে, সর্বতোভাবে পূরণ করা আবেদন এবং সকল সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/নথিপত্রের স্ব-প্রত্যয়িত কপি সিনিয়র ডিভিসনাল পার্সোনেল অফিসার, পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১-এর অফিসের ওয়েলফেয়ার সেকশনে সাধারণ ডাক মারফত পাঠাতে হবে অথবা সপ্তাহের দিনে উক্ত অফিসে রাখা বাক্সে জমা করতে হবে। আবেদন এই অফিসে **১৩.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা অবধি বা তার পূর্বে পৌঁছতে হবে।** নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত অথবা যে কোন প্রকারে অসম্পূর্ণ আবেদন সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনের ওয়েবসাইট **http://www.er.indianrailways.gov.in** দেখুন।
**চেয়ারপার্সন/ডিএসবিএফ এবং সিনিয়র ডিভিসনাল পার্সোনেল অফিসার, হাওড়া**
**পূর্ব রেলওয়ে**
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

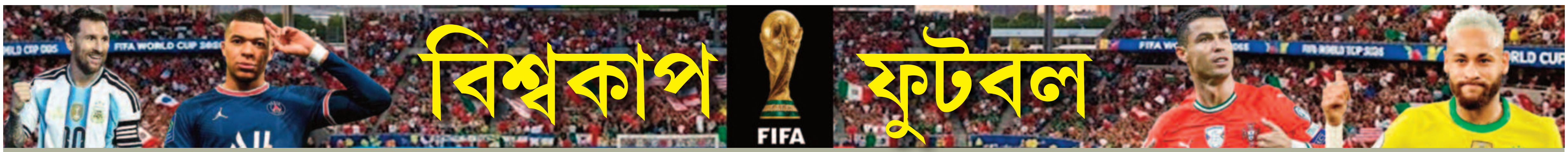




## মাত্র শেষ ৮ মিনিট মেসি-ঝড়েই উড়ে গেল ইংল্যান্ড

# ফাইনালে স্পেন বনাম আর্জেন্টিনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শেষ বাঁশি বাজার আগে কখনো হাল ছাড়তে নেই। এবার বিশ্বকাপে এই কথা প্রমাণ করতে করতে ফাইনালে উঠল আর্জেন্টিনা। আটলান্টায় আজ রাতে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে ২,১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠে গেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। নিউ জার্সিতে আগামী রোববার রাতে ফাইনালে মেসিদের প্রতিপক্ষ স্পেন।

প্রথমার্ধে ফুটবলের বদলে মারামারি ও ফাউলই বেশি হয়েছে। ৩টি গোলই হয়েছে বিরতির পর। ৫৫ মিনিটে মর্গান রজার্সের ক্রস থেকে গোল করে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেন অ্যান্থনি গর্ডন। এরপরই ইংল্যান্ডকে চেপে ধরে ৮৫ থেকে পরবর্তী ৮ মিনিটের মধ্যে ২টি গোল আদায় করে আর্জেন্টিনা।

৮৫ মিনিটে লিওনেল মেসির পাস পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক শটে গোল করে আর্জেন্টিনাকে সমতায় ফেরান এনজো ফার্নান্দেজ। যোগ করা (৯০+২) সময়ে হেডে বদলি নামা লাউতারো মার্তিনেজের গোলটির উৎসও মেসির ক্রস।

ইংল্যান্ড ম্যাচে এগিয়ে যাওয়ার পর আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের দুটি শট পোস্টে লাগে। দুটি দারুণ সেভও করেন ইংল্যান্ডের গোলকিপার জর্ডান পিকফোর্ড। বিরতির পর পাঁচটি শট পোস্টে রাখতে পেরেছে আর্জেন্টিনা, দুটি ইংল্যান্ড।

ফাউলের প্রথমার্ধে পোস্টে শট রাখতে পারেনি কোনো দল। তখন খেলা দেখে মনে হয়েছে, ফকল্যান্ড যুদ্ধ বুঝি ফিরে এসেছে! বিরতির পর ফুটবলে ফিরে শেষ হাসিটা হেসেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরাই। ইতিহাসের তৃতীয় দল হিসেবে এখন টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয়ের সুযোগ আর্জেন্টিনার সামনে।

ইংল্যান্ড স্বপ্ন দেখেছিল ১৯৬৬ বিশ্বকাপের পর প্রথমবারের মতো ফাইনালে ওঠার। কিন্তু এবার বিশ্বকাপে শেষ ৩২ দলের রাউন্ড, শেষ ষোলো ও কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যাচের শেষ দিকে গোল করাকে অভ্যাসে পরিণত করা আর্জেন্টিনা ঘুরে দাঁড়ানোয় অপেক্ষা বাড়ল তাদের।

ম্যাচে এগিয়ে যাওয়ার পর চারজন সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার রক্ষণ বাঁচানোর চেষ্টা করেন ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুখেল। কিন্তু উইং ব্যবহার করে ইংলিশ রক্ষণের ফাঁক বের করেন আর্জেন্টাইন আক্রমণভাগ। অন্যদিকে পিছিয়ে পড়ার পর ইংল্যান্ড দলকে বলতে গেলে কোনো শটই নিতে দেয়নি আর্জেন্টাইন রক্ষণভাগ।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এটাই ছিল মেসির প্রথম ম্যাচ। গোল না পেলেও আর্জেন্টিনার দুটি গোলের উৎস তৈরির পাশাপাশি ডান উইং ধরে বেশ কিছু আক্রমণ করেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। এই ম্যাচে ৯টি সফল ড্রিবলও করেন মেসি। ১৯৬৬ সাল থেকে বিশ্বকাপের নথি সংরক্ষণ শুরুর পর প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপের নকআউট ম্যাচে ৯টি ড্রিবলের পাশাপাশি দুটি গোলও তৈরি করলেন মেসি। জয়ের পর মাঠেই হাটু মুড়ে তাঁর উদ্‌যাপন অনেকদিন মনে রাখবেন আর্জেন্টিনার সমর্থকরা।

## এই রেফারি কি আদৌ সেমিফাইনাল খেলানোর যোগ্য? বিদায়ের মঞ্চে রেফারিং নিয়ে ক্ষোভ দেশঁর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে স্পেনের কাছে ২-০ গোলে হারের পর শুধু ফ্রান্সের বিশ্বকাপ স্বপ্নই শেষ হয়নি, শেষ হয়েছে দিদিয়ের দেশঁর দীর্ঘ কোচিং অধ্যায়ও। তবে বিদায়ের মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় উঠে এসেছে তাঁর রেফারিং নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য। ম্যাচ শেষে এল সালভাদরের রেফারি ইভান বার্টনের একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রকাশ্যেই প্রশ্ন তোলেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী এই কোচ। তাঁর দাবি, এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ পরিচালনার জন্য রেফারির পারফরম্যান্স প্রত্যাশার পর্যায়ে ছিল না।

ম্যাচের মোড় ঘুরে যায় প্রথমার্ধের ২২ মিনিটে। স্পেনের তরুণ তারকা লামিন ইয়ামালকে পেনাল্টি বক্সের ভিতরে ফাউল করেন ফ্রান্সের লুকাস ডিন। ঘটনাটি ইচ্ছাকৃত না হলেও রেফারি সঙ্গে সঙ্গেই পেনাল্টির বাঁশি বাজান। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে স্পেনকে এগিয়ে দেন মিকেল ওয়ারজাবাল। এই সিদ্ধান্ত নিয়েই সবচেয়ে বেশি আপত্তি দেশঁর।

ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, তাঁর মনে একটি প্রশ্ন ঘুরছে;এই রেফারি আদৌ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের মতো বড় ম্যাচ পরিচালনার যোগ্য ছিলেন কি না। যদিও তিনি এটাও স্পষ্ট করে দেন যে, শুধু হারের হতাশা থেকেই এমন মন্তব্য করছেন না। তাঁর মতে, ম্যাচের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত ফ্রান্সের বিপক্ষে গিয়েছে এবং সেগুলো দলের ওপর প্রভাব ফেলেছে।

তবে রেফারিং নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও নিজের দলের ব্যর্থতা আড়াল করার চেষ্টা করেননি দেশঁ। বরং অকপটে স্বীকার করেছেন, স্পেনই ছিল দুই দলের মধ্যে অনেক বেশি সংগঠিত ও কার্যকর। তাঁর কথায়, ফ্রান্স নিজেদের স্বাভাবিক ফুটবল খেলতে পারেনি। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ, আক্রমণের গতি এবং রক্ষণ;সব বিভাগেই স্পেন এগিয়ে ছিল। তাই এই পরাজয়ের দায় অন্য কারও নয়, দলের নিজেদেরই।

দেশঁ বলেন, বিশ্বকাপ জেতাই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য। কিন্তু সেই স্বপ্নপূরণ সম্ভব হয়নি, কারণ স্পেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতেই রেখেছিল। প্রতিপক্ষের কৌশলের সামনে ফরাসিরা কার্যত অসহায় হয়ে পড়ে। এমবাপে, দেম্বেলে কিংবা ওলিসে;কেউই নিজেদের সেরাটা তুলে ধরতে পারেননি।

এই ম্যাচের মধ্য দিয়েই শেষ হল ফ্রান্সের জাতীয় দলের কোচ হিসেবে দেশঁর ১৪ বছরের অধ্যায়। ২০১২ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি ফরাসি ফুটবলকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেন। তাঁর কোচিংয়েই ২০১৮ সালে বিশ্বকাপ জেতে ফ্রান্স। এছাড়া ২০২০-২১ মৌসুমে উয়েফা নেশনস লিগও জেতে দলটি। একাধিক বড় টুর্নামেন্টে ফ্রান্সকে ফাইনাল ও সেমিফাইনালে তোলার কৃতিত্বও তাঁর ঝুলিতে রয়েছে।

এর আগেই দেশঁ জানিয়ে দিয়েছিলেন, এই বিশ্বকাপের পর তিনি দায়িত্ব ছাড়বেন। সেই ঘোষণাই এবার বাস্তব হলো। তাঁর বিদায়ের পর ফ্রান্সের ডাগআউটে নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। দেশের ফুটবল মহলের প্রত্যাশা, কিংবদন্তি জিনেদিন জিদান জাতীয় দলের নতুন কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেবেন এবং আগামী দিনের চ্যালেঞ্জে ফ্রান্সকে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

দেশঁ বিদায় নিলেও তাঁর অবদান ফরাসি ফুটবলের ইতিহাসে দীর্ঘদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তবে তাঁর শেষ ম্যাচে রেফারিং বিতর্ক নতুন করে বিশ্বকাপের ম্যাচ পরিচালনা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল, যা আগামী দিনেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

## শাকিরা-ম্যাডোনা থেকে টম ক্রুজ! বিশ্বকাপ ফাইনালে মঞ্চ মাতাতে একঝাঁক তারকা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দেখতে দেখতে শেষের পথে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬। আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা, তারপরই পর্দা নামবে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রীড়া আসরের। এবারের বিশ্বকাপ একাধিক কারণে ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক দেশের অংশগ্রহণ, সর্বাধিক ম্যাচ, রেকর্ডসংখ্যক দর্শক এবং তিন দেশের যৌথ আয়োজনে এই টুর্নামেন্ট ইতিমধ্যেই অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। সেই ঐতিহাসিক আসরের শেষ মুহূর্তটিকেও স্মরণীয় করে রাখতে বিশাল পরিকল্পনা নিয়েছে ফিফা।

আগামী ১৯ জুলাই (ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৩০ মিনিটে) নিউ ইয়র্কের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপের ফাইনাল। তবে শুধু মাঠের লড়াই নয়, দর্শকদের জন্য অপেক্ষা করছে এক বর্ণাঢ্য বিনোদনের আয়োজনও। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ ফাইনালের হাফটাইমে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ কনসার্ট, যা ফুটবল বিশ্বে নতুন ইতিহাস গড়তে চলেছে। এতদিন বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থাকলেও ফাইনালের বিরতিতে এমন আয়োজন আগে কখনও দেখা যায়নি।

ফিফার পরিকল্পনা অনুযায়ী, মাত্র ১১ মিনিটের এই হাফটাইম শো-তে পারফর্ম করবেন বিশ্বের জনপ্রিয় কয়েকজন সংগীতশিল্পী। তালিকায় রয়েছেন পপ সম্রাজ্ঞী ম্যাডোনা, লাতিন সঙ্গীতের সুপারস্টার শাকিরা এবং বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় জাস্টিন বিবার। এছাড়াও কোরিয়ান সুপারগ্রুপ

বিটিএসের সদস্যদের উপস্থিতি নিয়েও জোর আলোচনা চলছে। ফুটবল আর সঙ্গীতের এই মিলনমেলা বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি দর্শকের কাছে বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলেই মনে করছে ফিফা।

তবে চমক শুধু হাফটাইমেই সীমাবদ্ধ নয়। ম্যাচ শুরুর আগেও থাকবে জমকালো সমাপনী অনুষ্ঠান। সেখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন হলিউড সুপারস্টার টম ক্রুজ। ‘মিশন ইম্পসিবল’ খ্যাত এই অভিনেতাকে একটি বিশেষ পরিবেশনায় দেখা যাবে বলে জানা গেছে। তাঁর পাশাপাশি ইতালির কিংবদন্তি গায়িকা লরা পাউসিনি, ব্রিটিশ পপ তারকা রবি উইলিয়ামস এবং নিকোল শেরজিঙ্গারের মতো আন্তর্জাতিক শিল্পীরাও মঞ্চে পারফর্ম করবেন।

তরুণ দর্শকদের জন্য আরও একটি বড় আকর্ষণ থাকছে। জনপ্রিয় মার্কিন ইউটিউবার ও স্ট্রিমার আইশোস্পিডও এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিপুল জনপ্রিয় এই কনটেন্ট ক্রিয়েটরের উপস্থিতি নতুন প্রজন্মের ফুটবলপ্রেমীদের উচ্ছ্বাস আরও বাড়িয়ে দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ফাইনাল ম্যাচ শুরুর আগে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করবেন অস্কারজয়ী গায়িকা ও অভিনেত্রী জেনিফার হাডসন। তাঁর কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে শুরু হবে বিশ্বকাপ ফাইনালের আনুষ্ঠানিকতা।

তবে এই আয়োজনের পেছনে রয়েছে একটি মানবিক উদ্দেশ্যও। ফিফা জানিয়েছে, হাফটাইম কনসার্টের টিকিট বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ দেওয়া হবে গ্লোবাল সিটিজেন এডুকেশন ফান্ডে। বিশ্বের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৫০ মিলিয়নেরও বেশি ডলার সংগ্রহ হয়েছে। ফাইনালের প্রতিটি টিকিট থেকে নির্দিষ্ট অর্থ এই তহবিলে যোগ করা হবে।

## ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি, ফিফার ওপর চাপ বাড়াল অলিম্পিক সংস্থা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ফিফা বিশ্বকাপকে ঘিরে বিতর্ক যেন থামছেই না। রেফারিং, শাস্তি প্রত্যাহার, রাজনৈতিক প্রভাব; একের পর এক অভিযোগে চাপে পড়েছে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা ফিফা। ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা উয়েফার পর এবার আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি)-র দিক থেকেও বাড়ছে চাপ। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর ভূমিকা নিয়ে তদন্তের দাবি উঠেছে, যা বিশ্ব ফুটবলে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মূল বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগানের লাল কার্ড বাতিলের ঘটনা। বসনিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের ম্যাচে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারকে আঘাত করার অভিযোগে সরাসরি লাল কার্ড দেখে ছিলেন বালোগান। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী ম্যাচে তাঁর নিষিদ্ধ থাকার কথা ছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে শেষ ষোলোর আগে সেই লাল কার্ড প্রত্যাহার করে ফিফা। শুধু তাই নয়, জানিয়ে দেওয়া হয় যে ওই লাল কার্ড বিশ্বকাপে কোনও ধরনের নিষেধাজ্ঞা হিসেবেও কার্যকর হবে না। এমন সিদ্ধান্ত ফুটবল মহলে ব্যাপক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

অভিযোগ, এই সিদ্ধান্তের পিছনে রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করেছে। বিভিন্ন সূত্রের দাবি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজে বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ দেখান এবং তাঁর দফতর থেকে সরাসরি ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এরপরই দ্রুত বালোগানের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও এই বিষয়ে ফিফার তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি, তবু ঘটনাটি নিয়ে বিশ্বজুড়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। এই ঘটনার জেরেই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দিয়েছে একটি স্বাধীন পরামর্শদাতা সংস্থা। তাদের দাবি, ইনফান্তিনো আইওসি-র সদস্য হওয়ার কারণে অলিম্পিক আন্দোলনের নৈতিকতা ও নিরপেক্ষতার নীতিমালা মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু তিনি রাজনৈতিক প্রভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে সেই নীতির পরিপন্থী কাজ করেছেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন জানাতে গিয়ে অন্তত পাঁচটি ক্ষেত্রে তিনি আইওসি-র আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। শুধু বালোগানের ঘটনাই নয়, আরও একাধিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ রয়েছে, ট্রাম্পের সঙ্গে যুক্ত একটি সংস্থার প্রচারে ফিফার প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি ট্রাম্পকে ফিফা ‘শান্তি পুরস্কার’ দেওয়া এবং তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করার ঘটনাও আইওসি ভালোভাবে দেখছে না। ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখাই অলিম্পিক আন্দোলনের অন্যতম মূলনীতি। তাই এই ঘটনাগুলি নিয়ে আইওসি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি বিবেচনা করছে বলে জানা গেছে। ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে অভিযোগ অবশ্য এই প্রথম নয়। এর আগেও তাঁর প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। সেই সময় নরওয়ে ফুটবল সংস্থাও তাঁর সমালোচনায় সরব হয়েছিল। এবার ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ৩৫ জন সদস্যও ফিফা সভাপতির বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, ফুটবলের মতো বৈশ্বিক খেলায় কোনও রাজনৈতিক প্রভাব বা বিশেষ সুবিধার অভিযোগ থাকলে তা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত হওয়া জরুরি। ফিফা এখনও পর্যন্ত এই বিতর্ক নিয়ে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া দেয়নি। তবে আইওসি যদি আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করে, তাহলে ইনফান্তিনোর অবস্থান আরও কঠিন হয়ে পড়তে পারে। বিশ্বকাপের মতো মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, তা ফুটবলের ভাবমূর্তির জন্যও বড় ধাক্কা। এখন নজর থাকবে আইওসি-র পরবর্তী পদক্ষেপ এবং ফিফা এই অভিযোগগুলির জবাব কীভাবে দেয়, সেদিকেই।